সুবাসিত শীতল হাওয়া

মোশাররফ হোসেন খান

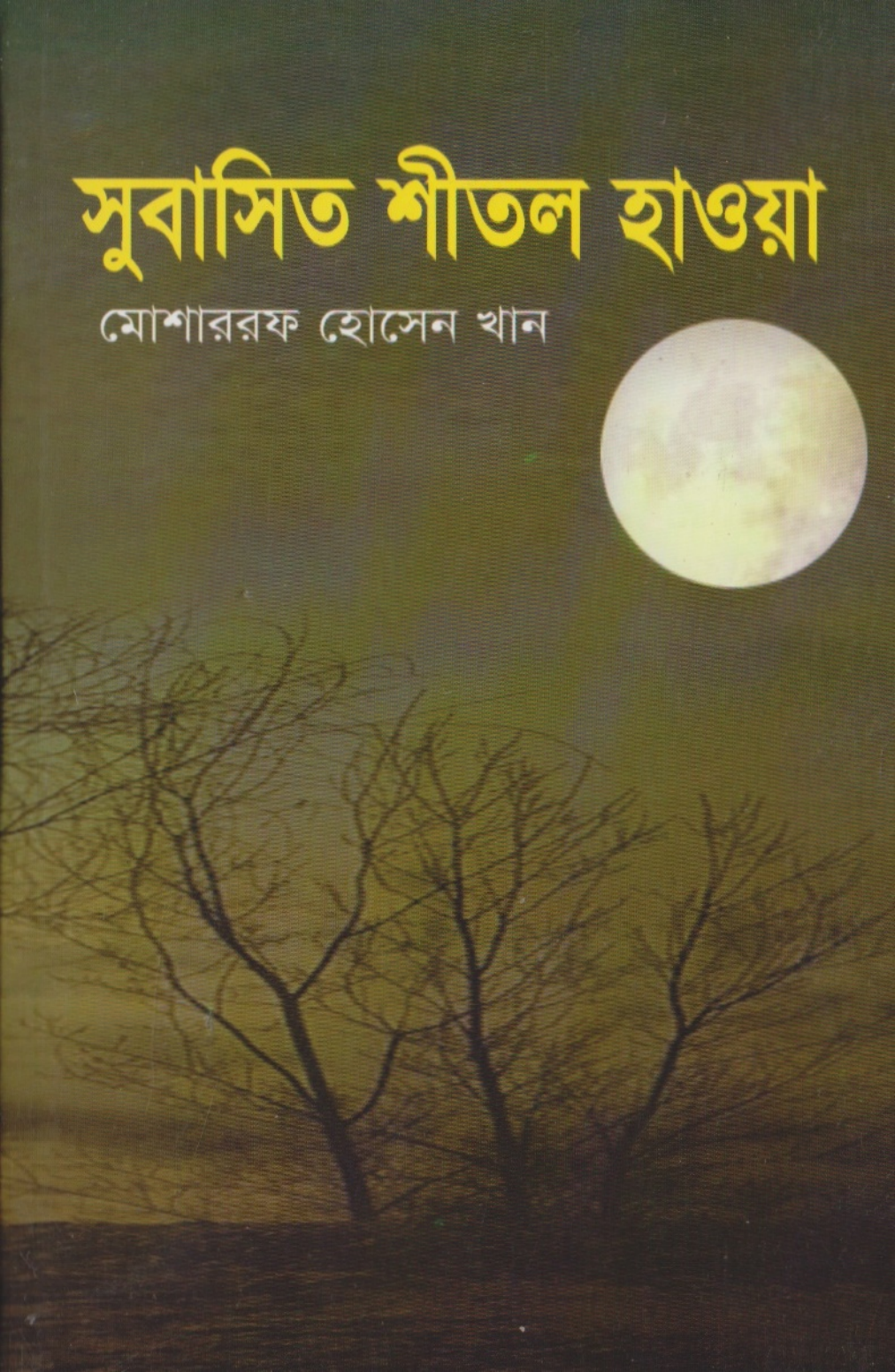

সুবাসিত শীতল হাওয়া

মোশাররফ হোসেন খান

সমাহার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

সুবাসিত শীতল হাওয়া ❑ মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায় ঃ সমাহার পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। কম্পোজ ঃ অলিম্পিক কম্পিউটার, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা)। প্রচ্ছদ ঃ জহির উদ্দিন বাবর। অলঙ্করণঃ ইমু মুঠোফোন ঃ ০১৯১৮৪৭৭৩৬৫, ০১৬৭৩২২৩৪০২।

প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা আন্তর্জাতিক বইমেলা- ২০০৯
© লেখক
মূল্যঃ ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা) মাত্র। US$: 2.00

ISBN: 984-70005-0025-0

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সাহসের ঢেউ ৫
সুবাসিত শীতল হাওয়া ১০
খাঁটি হলেন আলোক সমান ১৮
দেহ গলে ঈমান জ্বলে ২৪
আলোর মিছিলে কবিও শামিল ৩৮
আগুনের ফুলকি ৪২
আত্মত্যাগের বিরল নজির ৪৯
জোছনার ফোয়ারা ৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহসের ঢেউ

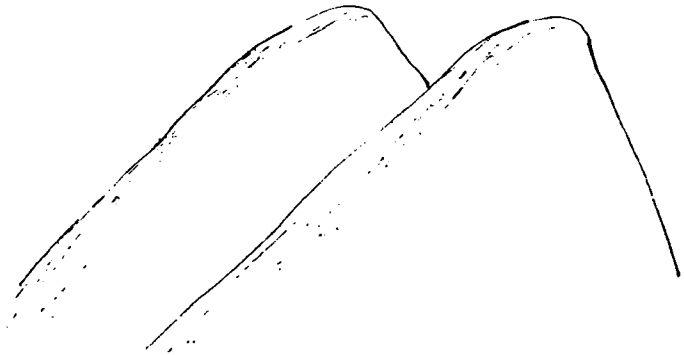

ছোট্ট শিশু।

শিশুটি হাঁটতে শিখেছে।

যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি সুন্দর।

সারাদিন হেঁটে বেড়ায়। এ ঘর থেকে ও ঘর। সারা পাড়ায়। কিন্তু যেখানে যাকনা কেন, মনটা পড়ে থাকে অন্যখানে। মনটা বাঁধা থাকে অন্য এক গোলকে।

সেদিনও হাঁটতে চলে গেলো সেই আলোর পর্বত–রাসূলের [সা] গা ঘেঁষে বসলো সেই ছোট্ট ছেলেটি।

এমনিতেই রাসূল ভালবাসেন শিশুদেরকে।

www.pathagar.com

তাছাড়া এই শিশুটি তো আরও প্রিয়।

তিনি তাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। তারপর আদর করলেন।

রাসূলের সামনে ছিল আঙ্গুরের ছড়া। সেখান থেকে দুটো ছড়া তার হাতে তুলে দিয়ে শিশুটিকে বললেন, নাও। এ থেকে একটি ছড়া তুমি খাবে, আর অন্যটি তোমার মাকে দেবে।

আঙ্গুরের ছড়াদুটো নিয়ে ছেলেটি আসছে বাড়ির দিকে। টসটসে আঙ্গুর। দেখলেই জিহ্বায় পানি এসে যায়। পথেই খেয়ে ফেললো তার ছড়াটি। এবার লোভ হল দ্বিতীয় ছড়াটির জন্যে। টপাটপ সেটাও খেয়ে ফেললো।

কদিন পর সে আবার সেই রকম হাঁটতে হাঁটতে গেল রাসূলে [সা] কাছে। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তোমার মাকে কি আঙ্গুরের ছড়াটি দিয়েছিলে?

ভীষণ লজ্জায় পড়লো শিশুটি।

মাথা নিচু করে আস্তে জবাব দিলো, না। আমি সেটাও খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাসূল হাসলেন। আদর করে কাছে টেনে নিয়ে তার কানমলা দিয়ে দরদের সাথে বললেন, ওরে ঠকবাজ!

খুব ছোটবেলা থেকেই সে দেখেছে রাসূলকে [সা]। দেখেছে খুব কাছ থেকে। এজন্যে রাসূলের [সা] আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তার মধ্যে।

একেবারেই শৈশবকাল।

কিন্তু হলে কি হবে?

আর সবার মত সেও নামাজ আদায় করে। মনোযোগের সাথে করে যায় আল্লাহর ইবাদত।

সবাই দেখে তো অবাক!

এতটুকু শিশু! অথচ কী তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য! আর রাসূলে প্রতি ভালবাসা?

www.pathagar.com

সে তো তুলনাহীন।

রাসূলের [সা] স্নেহ আর ভালবাসায় সিক্ত এই সৌভাগ্যবান শিশুটির নাম–

নুমান ইবন বাশীর [রা]।

বড় হবার পরও তিনি ছিলেন সেই রকম, না– তার চেয়েও অনেক বেশি রাসুলপ্রেমিক। ছিলেন দ্বীনের প্রতি তুর পাহাড়ের মত অটল।

নুমান ছিলেন খুবই মেধাবী।

ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী। তিনি তার সেই মেধা এবং জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সারাটি জীবন।

তিনি তখন কূফার ওয়ালী। মানে, শাসক বা প্রতিনিধি।

এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারীদের থাকে কত রকমের দাপট।

কিন্তু, না। নুমানের ছিল না কোনো দাপট। ছিলনা কোন দেমাগ। তিনি নিজেকে ভাবতেন একজন সাধারণ মানুষ।

ভাবতেন জনগণের শুধুই একজন সেবক।

তার মধ্যে ছিল না কোন লোভ।

ছিল না কোন হিংসা কিংবা বিদ্বেষ। কিন্তু তার ছিল আল্লাহর প্রতি অপরিসীম আনুগত্য। তিনি বলতেন:

আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে শক্ত হবার চেয়ে আমি তার আনুগত্যে দুর্বল থাকা অনেক বেশি পছন্দ করি।

নুমান ছিলেন নানবিধ গুণের অধিকারী। তিনি চমৎকার ভাষণ দিতে পারতেন। তার ভাষণে মুগ্ধ হতেন সবাই। কাজ ও চিন্তায় ছিলেন সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। একবার তিনি কায়স ইবন আল-হায়সানকে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে লিখলেন :

তুমি একজন দারুণ হতভাগ্য ব্যক্তি। আমরা রাসূলকে [সা] দেখেছি। তার হাদীস শুনেছি। রাসূল [সা] বলেছেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেবে নিয়মিত। ধারাবাহিক ভাবেই। মানুষ তখন

www.pathagar.com

সকালে মুসলমান হলে সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার কাফের হয়ে যাবে। সামান্য পার্থিব লোভ-লালসা আর সুযোগ-সুবিধার জন্যে বিক্রি করে দেবে আখেরাতকে।

নুমান ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর।

কিন্তু কোমল ছিল তার হৃদয়। ফুলের পাঁপড়ির মত নরম ছিল তার মনটি। সেখানে জমা ছিল মানুষের প্রতি দরদ, ভালবাসা, দয়া ও দানশীলতা।

মানুষের বিপদে-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। বাড়িয়ে দিতেন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত।

নুমান তখন হিমসের ওয়ালী।

সেই সময়ে একদিন তার কাছে এলেন একজন বিখ্যাত কবি। নাম– আল আঁশা আল হামদানী।

কবির দিকে নুমান তাকালেন সম্মানের দৃষ্টিতে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি জন্যে এসেছেনে কবি বললেন,

আমি, ইয়াযীদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোন সাড়া দেননি। এখন এসেছি আপনার কাছে। আত্মীয়তার হক কিছু আদায় করুন। আমি অনেক ঋণ আছি। আপনি মেহেরবানী করে আমার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করুন।

কবির দুর্দশার কথা শুনে খুব ব্যথিত হলে নুমান। তার হৃদয়ে ঝড় উঠলো বেদনার। তিনি মর্মাহত হলেন।

ভাবলেন কিছুক্ষণ।

কী করা যায় কবির জন্যে!

কবিকে দেবার মত তার হাতে তখন কোনো অর্থ-কড়ি ছিলনা। ছিলনা দেয়ার মত কোনো সম্পদ।

কী করা যায়! কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এই সম্মানিত কবিকে?

কিছুটা মুশকিলে পড়লেন যেন।

www.pathagar.com

বেশ কিছুক্ষণ ভাববার পর তিনি কবিকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভাববেন না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কবিকে আশ্বস্ত করার পর তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন।

সমবেত প্রায় বিশ হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিলেন।

ভাষণে তিনি সবাইকে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

তার অনুরোধে উপস্থিত সকলেই উদ্বুদ্ধ হলেন। দান করলেন প্রত্যেকেই।

নুমানের এই উপস্থিত বুদ্ধি এবং অকৃত্রিম আন্তকিতায় কবি মুক্ত হলেন বিরাট অংকের ঋণ থেকে।

নুমান ছিলে সততা এবং ন্যায়-নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উপমা।

তিনি একবার তার ভাষণে বলেন :

রাসূলুল্লাহ [সা] এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করাই হচ্ছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আর স্বীকার না করাই হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা

নুমান ছিলেন উদার এবং সহনশীল।

তিনি ছিলেন সাহসী।

দ্বীনের ব্যাপারে, সত্যের ব্যাপারে তিনি কখনো সমঝোতা করতেন না।

সেখানে তিনি ছিলেন সর্বদাই আপোষহীন।– আপোষহীন যেন এক সাহসের ঢেউ।

www.pathagar.com

সুবাসিত শীতল হাওয়া

তিনি এক দারুন পণ্ডিত ব্যক্তি!

শাস্ত্র বিশারত।

ইহুদি ধর্মগুরু হিসেবে তার খুবই নাম ডাক।

সুতরাং তাওরাত তার কাছে পরিস্কার। পরিস্কার আছে তাওরাতের সকল বিষয়-আশয় এই পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি মদিনার বাসিন্দা।

www.pathagar.com

তিনি অপেক্ষা করছেন একজন, হ্যাঁ, মাত্র একজনের জন্য।

অপেক্ষা করছেন খেজুর গাছের মাথায় উঠে। সেই সাথে খেজুরও পাড়ছেন। চোখ তার দূরে, বহু দূরে।

মনের ভেতর তখন তার কেবলই তুফান ছুটছে।

কখন আসবেন তিনি? কখন!

সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের মহামানবটির জন্যই তার এই প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

খেজুরের দিকে তার কোনো মনোযোগ নেই। নেই তেমন আগ্রহ। যত মনোযোগ আর আগ্রহ- সে কেবল স্বপ্নের মেহমানের জন্য। আলোর রশ্মির জন্য।

তিনি খেজুর পাড়ছেন। আর নিচে তার বৃদ্ধা ফুফু খেজুর কুড়াচ্ছেন।

ঠিক এমনি সময়ে!

হ্যাঁ, এমনি সময়ে হঠাৎ এক ব্যক্তির একটি চিৎকার তার কানে এসে ধাক্কা খেল।

তারপর আটকে গেল হৃদয় গভীরে।

লোকটি চিৎকার করে বলছে–

'আরবের অধিকারী ব্যক্তি আজ এসে গেছেন!'

সত্যিই!

খেজুর গাছে তিনি আর থাকতে পারলেন না।

নেমে এলেন নিচে।

তিনি সমানে কাঁপছেন!

এ কিসের কাঁপন!

কিসের শিহরণ!

সে কেবল কাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষকে দেখা এবং পাওয়ার আবেগের কাঁপন।

তিনি সাথে সাথে খুশিতে জোরে, খুব জোরে তাকবীর দিয়ে উঠলেন। ..

www.pathagar.com

ফুফু বললেন, আরে তোর কি হলো! এমন করছিস কেন?

তিনি বললেন, ফুফু! আপনি কি জানেন মদিনায় এখন পা রেখেছেন কে?

– নাতো! ফুফুর চোখে মুখে বিস্ময়!

– তিনি সেই হেরার জ্যোতি, সেই মহামানব, সেই শেষ নবী- যার সম্পর্কে তাওরাতে আমি বিস্তারিত জেনেছি। আমি তো এতকাল তাঁর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম! আজ তিনি এসে গেছেন। এসে গেছেন আমাদের মাঝে। কি সৌভাগ্য মদিনাবাসীর!

ফুফুকে কথাগুলো বলেই তিনি দৌড় দিলেন মহানবীর (সা) কাছে।

আবেগে তার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। তখনো তিনি কাঁপছেন সমানে।

রাসূলের (সা) কাছে গিয়ে তিনি একনজর তাঁকে দেখেই বুঝে গেলেন যে ইনিই শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

তবে আর দেরি কেন!

না!

সকল প্রতীক্ষার পালা শেষ।

এবার তিনি সাথে সাথেই রাসুলের (সা) কাছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ফুফু। বয়সের ভারে কাবু হয়ে গেছেন। তিনিও আস্তে ধীরে পৌঁছে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে। এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলে।

রাসূলের (সা) চারপাশে মানুষের ভিড় আর ভিড়।

মহানবী (সা) তাদেরকে লক্ষ করে বললেন,

"তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও। মানুষকে আহার করাও। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো। আর রাতে, গভীর রাতে- মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ পড়ো। তাহলেই তোমরা সহজে জান্নাতে যেতে পারবে।"

তাওরাতে জ্ঞানী এবং পণ্ডিত এই ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন- তখন দূর হয়ে গেল তার কলিজার সকল পিপাসা। আনন্দে ভর উঠলো তার হৃদয়ের চাতাল। এখন তার জন্য একটিই কাজ।

www.pathagar.com

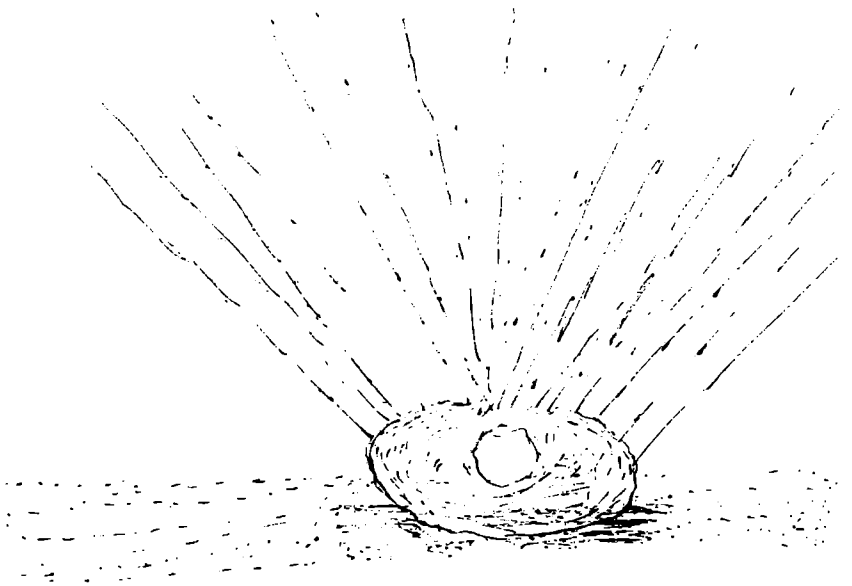

সেটি হলো ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা। আল্লাহর খুশির জন্য সর্বদা কাজ করা।

রাসুলের (সা) আনুগত্যের জন্য সদাসর্বদা তৎপর থাকা।

সেটাকেই তিনি নিজের জীবনের জন্য মান্য করে নিলেন।

এরপর শুরু হলো তার পথ চলা।

তিনি চলেছেন ইসলামের পথে।

সত্যের পথে।

আলোর পথে।

পথটি যে মসৃণ নয় বরং পিচ্ছিল- একথা তিনি জেনে বুঝেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জানমাল সর্বস্ব আল্লাহর রাহে কুরবানি দিতে শপথবদ্ধ হয়

-তার জন্য আর কিসের ভয়!

www.pathagar.com

কিসের শঙ্কা!

কিসের পরওয়া!

না, কোনো ভয় বা শঙ্কা নয়। বরং তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলেন।

ঈমান তো এমনি–

ঈমান তো জাগিয়ে তোলে সুপ্ত সাহস এবং চেতনা।

ঈমান তো প্রশস্ত করে দেয় হৃদয়। সমুদ্রের চেয়েও।

বিশ্বাস, সাহস, সংযম ধৈর্য্য আর প্রজ্ঞার দ্যুতি ছড়িয়ে দেয় ঈমান।

সেই ঈমানের আলোয় আলোকিত তিনি।

এলো খন্দক যুদ্ধ।

যুদ্ধ!

যুদ্ধ মানেই তো কঠিন পরীক্ষা!

ঈমানের পরীক্ষা । সাহসের পরীক্ষা। সে কেবল মুসলমানদের জন্য। এ ধরণের পরীক্ষার জন্য তো মুমিনরা সকল সময়ই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। তিনিও ছিলেন।

খন্দক যুদ্ধের ডাক পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

ফুলে কেঁপে উঠলো তার সাহসের বাদাম। তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। এরপর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার জীবদ্দশায়- প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি সাহস ও আনন্দের সাথে মুকাবেলা করেছেন।

অসীম বীরত্বের সাথে মুকাবেলা করেছেন দুশমনদের।

তার সেই সাহসী ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসে অমর-অম্লান হয়ে আছে।

সাহাবী হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্য-দাবান।

সাহাবীদের মধ্যেও তার অবস্থানটি ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক। এটি পদাধিকার বলে নয়।

অর্থের কারণে নয়।

www.pathagar.com

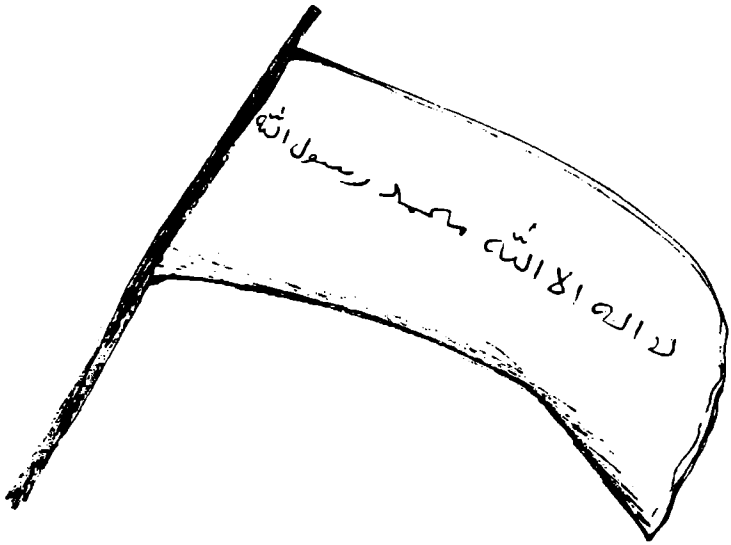

গোত্রীয় মর্যাদার কারণে নয়।

বরং আল্লাহপাক এবং রাসূলের (সা) আনুগত্য, ভালোবাসা এবং নিজেকে ঈমানের পরীক্ষায় শতবার উত্তীর্ণ করার কারণেই।

তিনি রাসূলকে (সা) যেমন নিঃশর্তভাবে ভালবাসতেন, রাসূলও (সা) তাকে তেমনি ভালবাসতেন।

রাসূলের (সা) কাছে একদিন এক পেয়ালা 'সারীক' আনা হলো।

তিনি খাওয়ার পর কিছুটা রয়ে গেল। রাসূল (সাঃ) বললেন: এই ফাঁক দিয়ে একজন জান্নাতী ব্যক্তি প্রবেশ করবে এবং এঁটেটুকু খেয়ে ফেলবে।' হযরত সা'দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার ভাইকে তিনি অজু করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন ভাই এসে এটুকু খেয়ে নিক।

কিন্তু তার আগেই এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রাসূলের (সা) রেখে দেয়া সেই এঁটেটুকু খেয়ে রাসূলের (সা) কথামতো জান্নাত পেয়ে গেলেন!

www.pathagar.com

সৌভাগ্যবান আর কাকে বলে!

কি আনন্দের ব্যাপার!

কি খোশ নসিব!

রাসূলের (সা) কথামতো তিনিই হলেন দশম জান্নাতী ব্যক্তি। যারা দুনিয়াকেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

এতবড় সৌভাগ্য আর মর্যাদা কি কোনো কিছুর সাথেই তুলনা করা চলে?

শুধু তাই নয়, তার শানেই মহান রাব্বুল আলামীন নাযিল করেছেন আল কুরআনের একাধিক আয়াত। যেমন- সূরা আল আহক্বাফের ১০ নং, সূরা আলে ইমরানের ১১৩ ও ১১৪ নং, সূরা আর রাদের ১০ ও ৪৩ নং আয়াত। কোন্ পর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী হলে এমনটি হয়।

কোন্ পর্যায়ের ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এটি হতে পারে!

তিনি একবার একটি স্বপ্ন দেখলেন।

দারুন স্বপ্ন!

ঘুম থেকে জেগে উঠেই তিনি ছুটে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে।

বললেন, ইয়া রাসূল (সা)! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি স্বপ্ন?

তিনি বললেন, স্বপ্নটি এমন–

"আমি যেন একটি সবুজ উদ্যান দেখতে পেলাম। তার মাঝখানে রয়েছে একটি লোহার খুঁটি। খুঁটির গোড়া মাটিতে এবং আগা আকাশে। খুঁটির আগায় একটি রশি বাঁধা। আমাকে বলা হলো : খুঁটি বেয়ে ওপরে ওঠো। আমি উঠে রশি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হলো : শক্তভাবে আঁকড়ে থাকো। রশিটি আমার হাতে থাকা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।"

হে রাসূল (সা)! এই স্বপ্নটির অর্থ কি?

রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন,

"উদ্যানটি হলো ইসলামের উদ্যান। আর খুঁটি হলো ইসলামের খুঁটি। আর রশি হলো ইসলামে রশি। তুমি আমৃত্যু ইসলামের ওপর থাকবে।"

www.pathagar.com

এই অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীর মধ্যে ছিলো না কোন প্রকার অহঙ্কার কিংবা দেমাগ।

বরং সকল সময় আল্লাহর ভয়ে থাকতেন কম্পমান।

ভীত এবং কম্পমান।

তিনি সরল সহজ জীবন যাপন করতেন।

একবার তিনি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটছেন।

এমন সময় উপস্থিত লোকজন বললো, কি আশ্চর্য! আপনার মত মানুষ লাকড়ি বইছেন! তাও মাথায় করে!

তিনি হেসে বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন– "হ্যাঁ, ঠিক। তবে এই কাজের মাধ্যমে আমার অহঙ্কার আভিজাত্য চূর্ণবিচূর্ণ করতে চাই। কারণ আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি:

"যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

সুতরাং আমিও চেষ্টা করি যেন, আমার মধ্যে কোনো প্রকার অহঙ্কার বাসা বাঁধতে না পারে।

স্বয়ং আল্লাহপাক এবং রাসূল (সা) যার মর্যাদার সনদ প্রদান করেছিলেন– সেই মহান সৌভাগ্যবান সাহাবীর নাম- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি পেয়েছিলেন সুবাসিত ভোরের সন্ধান।

তার মতো ঈমান, ঈমানের দৃঢ়তা এবং ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মতো সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

তাহলে আমরাও হতে পারি জান্নাতের অধিবাসী।

যেটা আমাদের সকলেরই কাম্য।

দুনিয়ার মর্যাদা, সহায়-সম্পদ ও সুখসমৃদ্ধি খুবই ক্ষণস্থায়ী।

একমাত্র স্থায়ী হলো জান্নাতের সুখ ও মর্যাদা

এসো, সেই সুখ এবং মর্যাদা অর্জনের জন্য আমরা আল্লাহকে ভয় করি।

ইসলামকে ভালোবাসি।

রাসূলকে (সা) মনে-প্রাণে গ্রহণ করে তাঁরই আদর্শে জীবন গড়ে সফল হই।

তাহলে আমরাও পেতে পারি সুবাসিত ভোরের ঘ্রাণ।

www.pathagar.com

খাঁটি হলেন আলোক সমান

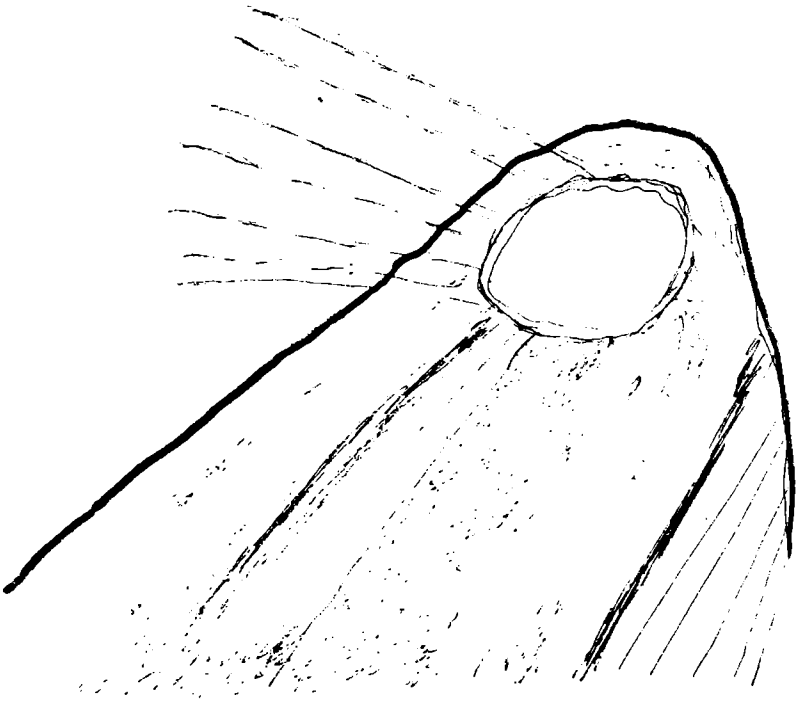

নাজিল হল সূরা আল হুজরাতের দ্বিতীয় আয়াত: "মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেই ভাবে উঁচু স্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবেনা।"

আয়াতটি নাজিল হবার সাথে সাথেই একজন, যার হৃদয়ে কেবল আল্লাহর প্রেম, ভয় আর আছে রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসা–

www.pathagar.com

তিনি ছুটে এলেন বাড়িতে। উর্ধশ্বাসে। এবং তারপর খিল এঁটে দিলেন ঘরের দরোজায়। না, তিনি আর বার হবেন না।

দেখাবেন না আর তার পাপিষ্ঠ মুখ দয়ার নবীকে (সা)।

ঘরের ভিতর এক অস্থির হৃৎপিন্ড।

কেবলই তড়পাচ্ছে আত্মদহনে।

কেবলই ঝরাচ্ছেন চোখের লোনা পানি।

আর শরমে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার জ্বলজ্বলে জরোদ চেহারা!

গ্লানির সন্তাপে দগ্ধ হচ্ছে তার মুখমন্ডল! দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে তার হৃদয়ে আর্তি :

"আমি একজন জাহান্নামের মানুষ!"

কীভাবে দেখাবেন তিনি তার তাপদগ্ধ মুখ প্রাণপ্রিয়

রাসূলকে (সা)!

সুতরাং ছেড়ে দিলেন সেই সোনালি প্রত্যাশা। এখন কেবল অবরুদ্ধ আছেন নিজের ভেতর- নিজেই।

সত্যিই যেন নিজগৃহে পরবাসী এক অচিন মানুষ!

কেটে যাচ্ছে অস্থির প্রহর।

রাসূলও সাক্ষাত পাচ্ছেন না তাঁর প্রিয় মানুষটির।

ব্যাপার কী?

কী হয়েছে তার?

তাহলে কি সে অসুস্থ ?

না কি অন্য কিছু ?

ভাবছেন দয়ার নবীজী।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন তাঁর আর এক প্রিয় সাহাবীকে।

তিনি বললেন, না। সে অসুস্থ নয়।

www.pathagar.com

তবে?

রাসূল (সা) খবর পাঠালেন তার কাছে। শিগগীর দেখা করতে কল তাকে।

যথাসময়ে পেয়ে গেলেন তিন রাসূলের (সা) নির্দেশ।

জবাবে সংবাদ বাহককে বললেন তিনি আরুদ্ধস্থরে :

নাজিল হয়েছে সূরা আল হুজরাতের এমনি একটি আয়াত।

আর তোমরা তো জানই, তোমাদের মধ্যে আমিই কেবল সবার চেয়ে জোরে কথা বলি। জোরে কথা বলি রাসূলের (সা) সামনেও।

সম্ভবত আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি!

আমার সব আমল হয়তো বা বরবাদ হয়ে গেছে!

এখন বল, কিভাবে দেখাবো এই ঘৃণিত মুখ, প্রাণপ্রিয় রাসূলকে? কীভাবে? আফসোসে কেঁপে উঠলো তা কণ্ঠ।

তার আশংকার কথাটি দ্রুত পৌঁছে গেল রাসূলের কাছে।

তিনি হাসলেন একটু। তারপর বললেন :

"না! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কেউ নও সাবিত! তুমি পৃথিবীতে বাঁচবে শুভ এবং কল্যাণের ওপর।"

উহ্! মালিক আমার! শুকরিয়া, শুকরিয়া হে পরওয়ারদেগার!

তাহলে মুক্ত আমি! মুক্ত আমি এই অকল্যাণকর পাপ থেকে!

সাবিতের বুকটা হাল্কা হয়ে গেল মুহূর্তেই।

যেন এক নিমিষেই সরে গেল তার পাঁজরের ওপর থেকে হাজার টন ওজনের মহাভারী পাথরখণ্ড।

আর চোখের ওপর থেকে সরে গেল, দূরে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল কালো কালো শ্রাবণী মেঘ।

তিনি হেসে উঠলেন। হেসে উঠলেন প্রভাতের সূর্যের মত।

www.pathagar.com

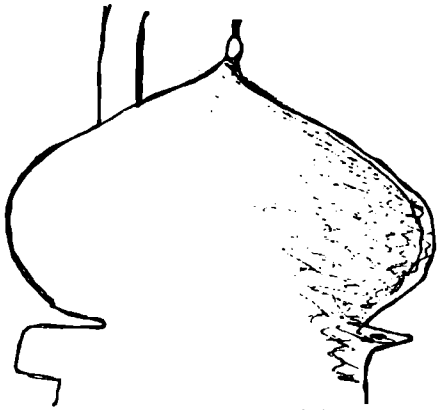

এবং তারপর।–

তারপর ভারমুক্ত হয়ে আবার শুরু করলেন সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় মানুষ– রাসূলের কাছে যাতায়াত।

রাসূল (সা) ছাড়া কি তার একটি মুহূর্তও চলে! সাবিত রাসূলের কাছে যান আর প্রাণ ভরে টেনে নেন খোশবুদার নি:শ্বাস। ঐ নি:শ্বাসের সাথে মিশে আছে রাসূল প্রেম।

ঐ নি:শ্বাসের সাথে মিশে আছে এক অপার্থিব সৌরভ।

মিশে আছে এক অপার আনন্দ আর অসীম আবেগ।

সময়টা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো সাবিতের কাছে।

বেশ তরতাজা আর শান্ত প্রহর বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে।

ঠিক এমনি সময়।–

এমনি সময়ে একদিন আবার নাজিল হল সূরা আন্ নিসার ৩৬তম আয়াত:

"নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না

দাম্ভিব- গর্বিতজনকে।"

ব্যাস!

আবার কেঁপে উঠলো সাবিতের শংকিত হৃদয়।

www.pathagar.com

ভয়ে কম্পমান এক মোমের পুরুষ।

আত্মদহনে গলে গলে পড়ছেন কেবলই।

দৌড়ে আবারও ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলেন তিনি।

বদ্ধঘরে প্রহর কাটান।

না, দেখাবেন না তিনি তার তাপিত মুখ, রাসূলকে। কাঁদছেন সাবিত একাধারে। চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে তার শুভ্র বসন।

ভিজে যাক সমস্ত দেহ। তবুও ঝরো অশ্রু।

ঝরে ঝরে নদী হও। হয়ে যাও সাগর-মহাসাগর রোদনের সাগরে হাবুডুবু খাব এই আমিই। তবু যদি পারি এতটুকু পরিশুদ্ধ হতে!

কী ব্যাপার !

সাবিত কোথায় গেল? সে আর দেখা করছে না কেন ?

রাসূলের (সা) চোখে মুখে জিজ্ঞাসার ঢল।

তিনি লোক পাঠালেন সাবিতের কাছে ।

সাবিদ কম্পিত পায়ে হাজির হলেন রাসূলের (সা) দরবারে।

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার সাবিত? দেখা করছো না কেন? কেনই বা আর আসছো না আমার কাছে? কী হয়েছে তোমার ?

সাবিতের কণ্ঠটি ধরে এলো। বললেন তিনি সূরা আন্ নিসার নাজিলকৃত আয়াতটির কথা ।

তারপর বললেন :

"ইয়া রাসূলুল্লাহ!

হে আমার দয়ার নবীজী!

আমি ভালবাসি সুন্দরকে।

আমি পছন্দ করি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। আমার ভয় হচ্ছে, এই নাজিলকৃত আয়াতের আওতায় পড়ে গেছি কি-না!

www.pathagar.com

সত্যিই আমার খুব ভয় করছে হে আমার প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)।"

সাবিতের কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাসূলের (সা) চেহারা।

তিনি অভয় দিলেন। অভয় দিয়ে বললেন :

"তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কেউ নও সাবিত!

তোমার পার্থিব জীবন হবে প্রশংসিত।

আর তোমার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটবে–

গৌরবময় শাহাদাতের মাধ্যমে।

আর।–

আর আখেরাতে তুমি হবে জান্নাতের অধিবাসী।"

রাসূলের (সা) অভয় পেয়ে ভারমুক্ত হলেন সাবিত।

আশ্বস্ত হল তার অশান্ত অন্তর।

তিনি শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে।

আর রাসূলের (সা) প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় ভরে উঠলো তার তৃষিত হৃদয়।

রাসূলের (সা) ভবিষ্যতবাণী বলে কথা!

সত্যিই দুনিয়ায় বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন সাবিত ইবন কায়স (রা)।

এবং শাহাদাতের মাধ্যমে শেষ করেছিলেন তার মহোত্তম জীবন।

আর আখেরাত?

সে ত রাসূলের (সা) কথা মতো নিশ্চিত হয়েই আছে তার জন্য জান্নাত। বিলাসবহুল প্রাসাদ।

কেন নয়?

সারাটি জীবন তো কেবলই উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। ঈমানের পরীক্ষায়। বারবার।

পুড়ে পুড়েই তো খাক হয়েছেন। খাঁটি হয়েছেন–আলোক সমান।

www.pathagar.com

দেহ গলে ঈমান জ্বলে

গোল হয়ে বসে গেছে তারকারাজি।

জোছনাপ্লাবিত চাঁদটাও ঝুঁকে পড়েছে।

বাতাসও আজ মগ্ন শ্রোতা।

লতাপাতা, গাছপালা, পাথরনুড়ি- তারা, তারাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

আর চারপাশের সত্যের একান্ত আপন আবাবিলরা!–

তারা তো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাদের কান দু'টো হরিণের চেয়েও সতর্ক।

www.pathagar.com

চোখের পলক পড়ে না।

অনড় পাথর যেন।

তৃষিত চোখে তাকিয়ে আছেন তারা আলোকের সভাপতির দিকে।

কে তিনি? কে তিনি?-

তিনি যে আমাদের প্রানপ্রীয় নবী (সা)।

এবার নড়ে উঠলো রাসূলের (সা) সোনালী ঠোঁট।

তিনি বললেন, শোনো। শোনো, আজ তোমাদের শোনাবো আমি এমন এক কাহিনী–

যা বেশ পুরনো। পুরনো কিন্তু সত্যের দ্যুতিতে এখনও যা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমলে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বেগবান। বাতাসের মতো গতিশীল। আর সাহসী মানুষের জন্য এক অনুপম প্রেরণার উৎস।

কি সেই কাহিনী?

কি?–

শোনার জন্য সবাই অস্থির। বলুন হে দয়ার নবীজী (সা), বলুন।

রাসূল (সা) বললেন, এই যে তোমরা- তোমাদের বেশ আগে, এক বাদশাহ ছিল। বাদশাহর দরবারে ছিল এক জাদুকর। জাদুবিদ্যা ও কৌশলে সে ছিল খুবই পারদর্শী। বাদশাহকে সে নানা ধরনের জাদু দ্বারা মুগ্ধ করতো। তাকে মোহিত করে রেখেছিল।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। কালের পিঠে জমে বহুস্তর অভিজ্ঞতা।

সেই সাথে জাদুকরেরও বয়স বাড়তে থাকে।

বয়সের সাথে সাথে সেও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মানুষ তো!-

যাদের প্রাণ আছে, তাদের মৃত্যু তো অনিবার্য।

কেউ বেশিদিন বাঁচে, কেউবা একটু কম। তাতে কি?

www.pathagar.com

সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। জাদুকর বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। বয়সের সাথে সাথে কমে আসে তার চোখের জ্যোতি। কমে আসে শরীরের শক্তি। সেই সাথে কমে আসে মনের জোরও। ভাবে, না জানি- কখন মৃত্যু হয়! মৃত্যুর ভয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। কেঁপে ওঠে তার বুক।

জাদুকর একদিন বাদশাহকে কাতর স্বরে বললো, আমার তো বয়স হয়েছে। না জানি কখন চলে যেতে হয়। না জানি কখন পাড়ি জমাতে হয় অজানার পথে.....।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে? তাহলে কি করতে হবে আমাকে? জাদুকর ধরা গলায় বললো, আপনি এক কাজ করুন? একটি ছোট ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে আমার সকল জাদুবিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে যাব। আমার পরে সেই হবে আপনার সঙ্গের সাথী। যখনই চাইবেন, তখনই সে আমার মতো আপনাকে খুশি করতে পারবে।

বাদশাহ সব শুনে বললেন, হু,! তাই হবে। তোমারও তো মরার দশা কখন না জানি হঠাৎ করে মরে যাও। তখন তো আমার দরবার একেবারে জাদুকরশূন্য হয়ে পড়বে।

জাদুকরের ইচ্ছা অনুযায়ী বাদশাহ একটি তেমনি ছেলের সন্ধান করতে বললেন, তার সভাসদকে।

বাদশাহর ইচ্ছা এবং হুকুম বলে কথা। সবাই তেমন একটি মেধাবী ছেলে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো।

খুঁজতে খুঁজতে তারা পেয়েও গেল।

একটি ছোট্ট ছেলেকে বাদশাহর কাছে আনা হলো।

বাদশাহ ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন- হ্যাঁ, পারবে- এই ছেলেটি জাদুবিদ্যা আয়ত্তে আনতে। ওর চোখে মুখে সেই পেরে ওঠার মতো সাহস আছে।

www.pathagar.com

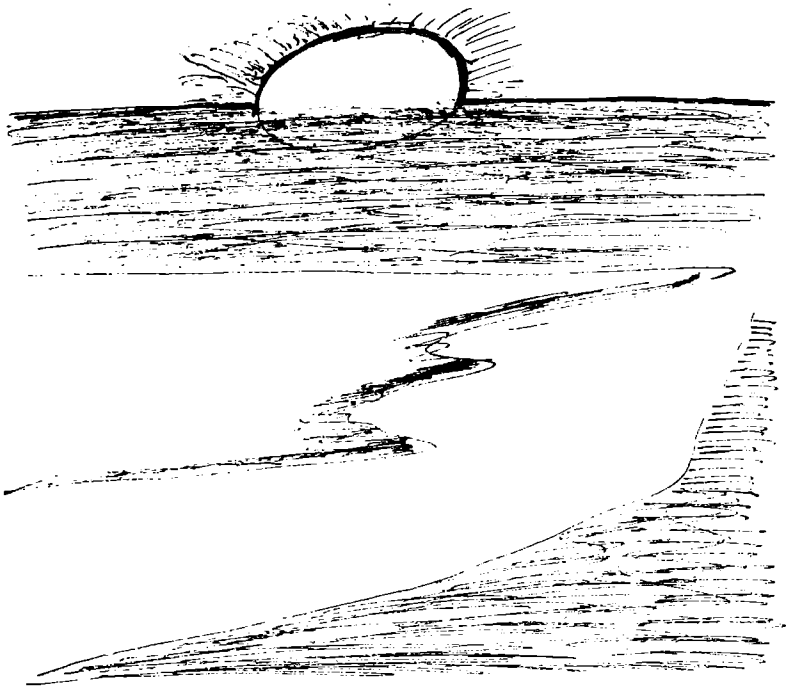

বাদশাহ ছেলেটিকে জাদুকরের হাতে তুলে দিলেন। তাকে পেয়ে জাদুকরও বেশ খুশি। এই তো মেধাবী ছেলে! এমন শিষ্যই তো আমি চেয়েছিলাম। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে কালে কালে এই ছেলেটিই হতে পারবে আমার যোগ্য উত্তরসুরি।

জাদুকর ছেলেটিকে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া শুরু করলো।

ছেলেটি প্রতিদিনই জাদুকরের কাছে আসে। জাদুবিদ্যা শেখার জন্য। আবার ফিরে যায় সূর্য ডোবার আগে। আপন বাড়িতে।

আসা-যাওয়ার পথে তার সাথে দেখা হতো এক খ্রিস্টান দরবেশের। প্রতিদিনই।

খ্রিস্টান দরবেশে প্রতিদিনই ছেলেটিকে দেখেন। ভালভাবে। দেখেন আর ভাবেন ছেলেটির মধ্যে এমন এক সত্যের সূর্য লুকিয়ে আছে যা জাগিয়ে তুলতে পারলে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠতে পারে।

www.pathagar.com

দরবেশের চোখ দু'টো সম্ভাবনার আলোয় চক চক করে উঠলো। তিনি ছেলেটির আসা-যাওয়ার সময় তাকে কাছে ডাকেন। আদর করেন। তারপর একটু একটু করে তার সামনে খুলে দিতে থাকেন সত্যের দরোজা।

ছেলেটি দরবেশের কথা যতই শোনে, ততই মুগ্ধ হয়।

কেন হবে না!–

সত্যের চেয়ে এমন মিষ্টি আর কি আছে?

সত্যের চেয়ে এমন প্রাণ কাড়া জাদু আর কি আছে?

সত্যের চেয়ে এমন আনন্দ এবং প্রশান্তির ছায়াদার তরুতমাল আর কি আছে?

না, নেই।–

নেই বলেই তো সত্যের ডাক পৌঁছে যায় সকল বাধার পর্বত টপকে, মেঘের গম্বুজ ভেদ করে আকাশের প্রান্ত সীমায়। পৃথিবীর অলিতে গলিতে।

সত্যের শক্তি অসীম বলেই তো সেটা দ্রুত, অত্যাধুনিক ইন্টারনেটের চেয়েও খুব দ্রুত পৌঁছে যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সাগরের তলদেশে।

ছেলেটির মনের আকাশ ক্রমশ মেঘমুক্ত হয়ে উঠছে শরতের আকাশের মতো ধবধবে।

হেমন্তের ভোরের শিশির ধোয়া ঘাসের মতো কোমল।

দরবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল ছেলেটি। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বৃষ্টি ঝরতে থাকলো।

আর তাতেই তার তুলতুলে নরোম হৃদয়ে গেঁথে যেতে থাকলো সত্যের এক একটি সোনালি পিলার। সত্যের সেই পিলারগুলো এক সময় তার মধ্যে শক্ত হয়ে গেল। তার ওপর গড়ে তুললো ছেলেটি তার বিশ্বাসের আবাস-নিবাস।

www.pathagar.com

আহ্! কি পরম প্রশান্তি! জাদুকরের চেয়েও দরবেশ এবং সত্যের আবাসটি তার কাছে অনেক-অনেক বেশি প্রিয় হয়ে উঠলো।

ছেলেটির একটু দেরি হয়ে যায় জাদুকরের কাছে পৌঁছুতে। প্রায়ই।

জাদুকর একদিন ছেলেটিকে নিষ্ঠুরভাবে মারলো।

ছেলেটি বেশ কষ্ট পেল।

ফেরার পথে সে দরবেশকে সব জানালো। দরবেশ তাকে একটি পরামর্শ দিলেন। বললেন, আমার কাছে তুমি নিয়মিত বসো বলেই তোমার ওখানে যেতে দেরি হয়ে যায়। এখন থেকে একটা কাজ করবে।

- কি? ছেলেটি বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে দরবেশের দিকে।

দরবেশ বললেন, দেরি হওয়ার কারণ যদি জাদুকর জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলবে বাড়িতে কাজ ছিল এজন্য দেরি হয়েছে। আর যদি বাড়তে কেউ দেরির কারণে জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলবে জাদুকরের কাছে দেরি হয়ে গেছে। আমার কথাটি কাউকেই বলবে না। কথাটি মনে থাকে যেন।

ছেলেটি তখনও জানে- নাকে শ্রেষ্ঠ! জাদুকর না কি এ দরবেশ!

জিজ্ঞাসার কুয়াশা তার বুকটি আচ্ছন্ন করে ফেললো। এর একটা মীমাংসা তার প্রয়োজন।

জাদুকরের কাছে যেতে যেতে ভাবছে ছেলেটি। ভাবছে আর হাঁটছে। হাঁটছে আর ভাবছে। কিন্তু সমাধানে আসতে পারছে না।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো!

একি!

সে দেখলো অতি ভয়ঙ্কর এক বিশাল জানোয়ার বহু মানুষের পথ আগলে রেখেছে।

ভয়ে কেউ পা তুলতে পারছে না। সবাই কেমন সন্ত্রস্ত!

ছেলেটি জানোয়ারটিকে দেখলো। দেখলো ভয়ে কম্পিত মানুষগুলোকেও।

www.pathagar.com

সে মনে মনে বললো. জাদুকর এবং দরবেশের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ-সেটা প্রমাণ করার এইতো শ্রেষ্ঠ সময়।

সে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে একটি পাথর- নিয়ে বললো, হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ জাদুকরের কাজের চেয়ে যদি তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলো। যাতে মানুষগুলো নির্ভয়ে পথ চলতে পারে। ছেলেটি এ কথা বলেই পাথর- নিক্ষেপ করলো সেই অতি ভয়ঙ্কর জানোয়ারটির দিকে।

আর কি আশ্চর্য!

সাথে সাথেই সেই পাথরের আঘাতে মারা গেল জানোয়ারটি।

ছেলেটি তো হতবাক!

একি! সত্যিই পশুটা মারা গেল! তাহলে তো জাদুকরের চেয়েও ঐ দরবেশ শ্রেষ্ঠ।

ছেলেটির মনে আর কোন সংশয় থাকলো না।

কেটে গেল সন্দেহের কুয়াশা।

সে আর দেরি না করে ফিরে গেল দরবেশে কাছে।

জানালো সবই।

সবকিছু শুনে দরবেশ খুশিতে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, সত্যিই তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ছেলে। আজ থেকে তুমি আমার চেয়েও বড়। আমার চেয়েও তুমি শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। তুমি এখন সত্যের একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। তোমাকে নিয়ে আমার আর কোন শঙ্কা নেই। নেই কোনো ভয়। তবে শোনো, খুব দ্রুত তোমাকে কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। যারাই সত্যকে ধারণ করে, ভালোবাসে- তাদেরকেই এ ধরণের পরীক্ষার দাউ দাউ আগুনের দরিয়া সাহসের সাথে পাড়ি দিতে হয়। আশা করি তুমিও সেটা পারবে। তবে একটা কথা।–

www.pathagar.com

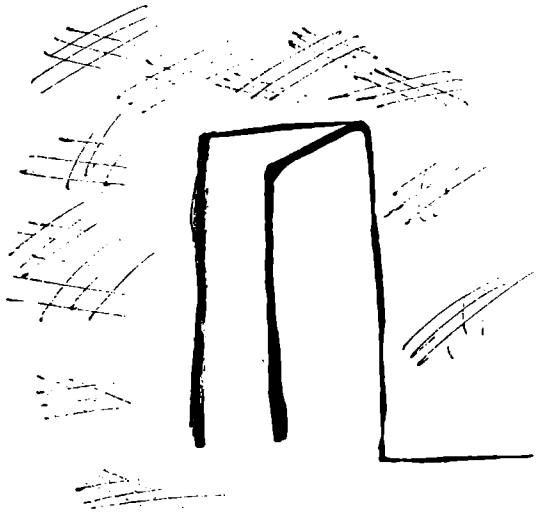

সেই ধরনের কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তুমি আমার কথাটি বলে দিও না। আমার সন্ধানও দেবে না কাউকে।

ছেলেটি দরবেশের কাছ থেকে চলে এলো। এরপর থেকে ছেলেটি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকেও ভাল করতে শুরু করল। সে এখন পারে মানুষের সকল রোগের চিকিৎসা করতেও।

এরই মধ্যে বাদশাহর মন্ত্রী পরিষদের একজন মন্ত্রী অন্ধ হয়ে গেল।

সে ছেলেটির কথা আগেই শুনেছিল।

বহু অর্থ নিয়ে মন্ত্রী চলে গেল ছেলেটির কাছে।

ছেলেটির কাছে গিয়ে মন্ত্রী বললো, তুমি আমার অন্ধ চোখ ভাল করে দাও। এই নাও বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন।

ছেলেটি হেসে বললো, না। আমি কাউকেই ভালো কিংবা সুস্থ করে দিতে পারি না। পারেন একমাত্র আল্লাহপাক। যিনি সমস্ত শক্তির উর্ধ্বে। যিনি একমাত্র রাহমানুর রহিম। অতএব তুমি যদি সেই মহান রবের প্রতি ঈমান

www.pathagar.com

আনো তবে আমি তোমার অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবো। ইনশাআল্লাহ তুমি ভালো হয়ে যাবে।

মন্ত্রী ছেলেটির কথা মতো ঈমান আনলো আল্লাহর প্রতি।

ছেলেটি এবার দোয়া করলো এবং কি আশ্চর্য! সাথে সাথেই মন্ত্রী তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

মন্ত্রী দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার পর আবারও যোগ দিল মন্ত্রিসভায়।

বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিল?

মন্ত্রী জবাব দিল-আমার রব, মহান রাব্বুল আলামীন-আল্লাহপাক।

বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ছাড়াও কি তোমার কোনো রব আছে?

মন্ত্রী সাহসের সাথে জবাব দিল- হ্যাঁ আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি আমার এবং আপনার রব- মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

মন্ত্রীর ওপর বাদশাহ ক্ষেপে গেলেন। তাকে কঠিনতম শাস্তি দিলেন। শাস্তির মধ্যে মন্ত্রী ছেলেটির কথা বলে দিল।

বাদশাহ এবার ডাকিয়ে আনলো সেই ছেলেটিকে।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, কি হে! তুমি কি এমন জাদুবিদ্যা শিখেছো যা দিয়ে অন্ধ, কুষ্ঠ রোগীসহ সকল প্রকার রোগ ভালো করে দাও?

ছেলেটি স্থিরভাবে বললো- না, আমি কাউকে আরোগ্য করতে পারি না। সেই শক্তি আমার নেই।

তবে? বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটি বললো, আরোগ্য দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহপাক। তিনিই মানুষকে রোগব্যাধি দেন, আবার তিনিই যাকে খুশি আরোগ্য দান করেন।

www.pathagar.com

ছেলেটির কথা শুনে বাদশাহ খুব রেগে গেল। সে ছেলেটির ওপর নির্যাতন চালানোর হুকুম দিল। ছেলেটির ওপর চলছে কঠিন থেকে কঠিনতার শাস্তি।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে তোমাকে এসব শেখালো ? কে শেখালো তোমাকে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান?

ছেলেটি বলে দিল সেই খ্রিস্টান দরবেশের কথা।

সাথে সাথেই ধরে আনা হলো দরবেশকে বাদশাহর দরবারে।

দরবেশকে তার দীন থেকো, সত্য থেকে, আল্লাহর পথ থেকে ফিরে আসার জন্য চাপ দেয়া হলো।

কিন্তু দরবেশ তার বিশ্বাসে অটল।

এবার বাদশাহ নির্দেশ দিল- করাত দিয়ে তার মাথা থেকে শুরু করে পুরো দেহটাকে চিরে দুইভাগ করে দেয়ার জন্য।

ধারালো করাত দরবেশের মাথার ওপর।

তখনও দরবেশ সত্যের ওপর অনড়।

এবার তাকে চিরে দুই ভাগ করে ফেলা হলো। বাদশাহর নির্দেশে। এরপর সেই মন্ত্রীকে বাদশাহর সামনে আনা হলো।

তাকেও বলা হলো আল্লাহর পথ থেকে ফিরে আসার জন্য।

মন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করলো।

তাকেও করাত দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে পুরো দেহটাকে চিরে দুই টুকরা করা হলো বাদশাহর নির্দেশে।

এবার সেই ছেলেটিকে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হলো। তাকে বলা হলো সত্য থেকে আসার জন্য।

আল্লাহর পথ থেকে ফিরে আসার জন্য।

কিন্তু না! ছেলেটি সাহসে দ্বিগুন জ্বলে উঠলো।

www.pathagar.com

অস্বীকার করলো বাদশাহর প্রস্তাব।

বাদশাহ হুকুম দিল, এই বেয়াড়া ছেলেটিকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাও পাহাড়ের ওপর। উচু পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দাও নিচে। এই ভাবে তাকে মেরে ফেল।

বাদশাহর কথা মতো তাই করা হলো। তাকে নেয়া হলো পাহাড়ের চূড়ায়। ছেলেটি আল্লাহকে বললো, হে আমার রব! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে সেই ভাবেই মুক্তি দাও।

ছেলেটির আরজি শেষ হতে না হতেই কেঁপে উঠলো পাহাড়টি।

আর তখনই পাহাড়ের ওপর থেকে ছিটকে নিচে পড়ে মারা গেল তারা- যারা ছেলেটিকে সেখানে নিয়ে এসেছিল। অথচ সে রয়ে গেল জীবিত। জীবিত এবং অক্ষত।

ছেলেটি আবার ফিরে এলো। বাদশাহের দরবারে।

বাদশাহ তো অবাক! একি! তুমি বেঁচে আছো? আমার সেই লোকগুলো কই? তারা তোমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে?

ছেলেটি হেসে বললো, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমার একমাত্র হেফাজতকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

-মহান রবের যে ফয়সালা ছিল- তাদের জন্য সেটাই ঘটেছে!

- অর্থাৎ

- তারা মারা গেছে।

বাদশাহ তাতানো কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত। রাগে-ক্ষোভে এবার অন্য সাথীদের নির্দেশ দিল, তাকে নিয়ে যাও। সাগরের মাঝখানে ফেলে দিয়ে এসো এই অবাধ্য ছেলেকে! বাদশাহর হুকুম মতো ছেলেটিকে ওঠানো হলো নৌকায়। সাথে আছে বাদশাহর ক'জন একান্ত সহচর।

পানি আর ঢেউয়ের ভাঁজ ভেঙ্গ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে নৌকাটি সাগরের বুক চিরে।

www.pathagar.com

মাঝ বরাবর এসে গেছে নৌকাটি। এবার তাকে ফেলে দেয়ার পালা।

ছেলেটি আল্লাহর সাহায্য কামনা করলো।

বললো, হে আমার রব! তুমি যেভাবে চাও, সেই ভাবে এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

ছেলেটির দোয়া শেষ হতে না হতেই নৌকাটি সাগরে ডুবে গেল। সেই সাথে মারা গেলো বাদশাহর লোকজন।

ছেলেটি বহাল তবিয়তে ফিরে এলো বাদশাহর দরবারে।

বাদশাহ তো বিশ্বাসই করতে পারছে না। একি! তুমি এখানে ? তুমি সাগরে ডুবেও কি মরনি?

– না, আল্লাহপাক আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর তোমার সাথীদের সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন।

ছেলেটি এবার বাদশাহকে বললো, শোনো। মন দিয়ে শোনো- তুমি যদি আমার নির্দেশ মতো কাজ করো, তাহলেই কেবল আমাকে হত্যা করতে পারবে। তা ছাড়া নয়।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, সেটা কী?

ছেলেটি বললো, একটি খোলা মাঠে এই জনপদের সকল লোককে একত্রিত কর। তারপর আমাকে শূলের ওপর ওঠাও। এরপর আমার তীরদানি থেকে একটি তীর বের করে ধনুকের মাঝখানে রেখে বলো : 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম।' অর্থাৎ 'বালকটির রব সেই আল্লাহর নামে তীর মারছি।'-এবার তীর ছোঁড়ো। দেখবে ঠিকই আমি মারা গেছি। যদি এভাবে চেষ্টা করো তাহলে আমাকে মারতে পারবে। নচেৎ নয়। ছেলেটির কথামতো বাদশাহ কাজ করলো। এলাকার মানুষকে একত্রিত করলো। একটি খোলা মাঠে।

ছেলেটিকে শূলে ওঠানো হলো। এরপর তার তীরদানি থেকে একটি তীর বের করে 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম'- বলে নিক্ষেপ করা হলো।

www.pathagar.com

তীরটি বিঁধে গেল ছেলেটির কানের কাছ বরাবর গিয়ে মাথায়। ছেলেটি সেখানে হাত রাখলো। এরপর সে মারা গেল।

এই দৃশ্য দেখে মাঠে উপস্থিত সকলেই ঈমান আনলো আল্লাহর ওপর। সত্যের ওপর। তাদের বুকে এখন বইছে সত্যের সাহসী তুফান।

বাদশাহ এসব দেখে তো মূর্ছা যাওয়ার মতো।

একি!

একটি মাত্র ছেলের মৃত্যুর কারণে এখন দেখছি আমার চারপাশের সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো!

আগে ছিল মাত্র একজন। এখন তো দেখছি তাদের দলই ভারী হয়ে গেল! একি বিপদ! বাদশাহ ক্রোধে কাঁপছে।

এখন কি করা যায়?

সে পাগল হয়ে উঠলো। তার ক'জন সাথীকে বললো, যাও- যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে- তাদের জন্য রাস্তার পাশে গর্ত খোঁড়ো। তারপর তার ভেতর আগুন জ্বালাও। সেই দাউ দাউ আগুনের ভেতর তাদেরকে ফেলে দাও! যাও! ...

জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক তারা।

বাদশাহর হুকুমে তাই করা হলো।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের ধরে বেঁধে সেই জ্বলন্ত আগুনের গর্তে ফেলা হচ্ছে। কাজ প্রায় শেষের দিকে।

এবার পালা একজন মহিলার। তার সাথে আছে তারই কলিজার টুকরো একটি ছোট্ট ছেলে। তাদের দু'জনকেই আগুনের গর্তে ফেলা হবে!

মা তার জীবনের জন্য মোটেই চিন্তিত কিংবা শঙ্কিত নন। যত চিন্তা- সে কেবল তার নয়ন-মানিকের জন্য।

বাদশাহর লোকজন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

www.pathagar.com

মা শঙ্কিত এবং কম্পিতভাবে ছোট্ট সোনামণিকে বুকে জাপটে রেখেছেন। হঠাৎ ছেলেটি মাকে বলে উঠলো - আম্মু! মা-মনি আমার! তুমি সবর করো। ধৈর্য ধর। এই দাউ দাউ আগুনের গর্তে যেতে তোমার দ্বিধা কেন? কেন এত ভয়? তুমি তো সত্যের ওপরই আছো। এটা তো ফুলেল পরীক্ষা । এটাতো আগুনের শিখা নয়, প্রশান্তির প্রশ্বাস!-

ছোট্ট সোনামণির কথা শুনে মায়ের বুকটা ভরে উঠলো খুশিতে। সত্যিই তো! আগুনে দেহ গলে বটে, কিন্তু ঝলমল করে জ্বলতে থাকে ঈমান।

ঈমানের সত্য যার বুকে আছে- আগুন তার কাছে তো তুচ্ছ! সকল প্রকার নিষ্ঠুরতম নির্যাতনও।

কারণ সত্যের তেজের কাছে দুনিয়ার আগুনের তেজ তো কিছুই নয়।

হ্যাঁ, সত্যের এমনি শক্তি!

কাহিনী শেষ।-

থামলেন রাসূল (সা)।

চারপাশে বসে আছেন সত্যের সাহসী পায়রা।

তারা বুঝলেন- সত্যিই তো! ঈমানের এমনি সাহসী কারিশমা।

দাউ দাউ আগুনের শিখাও হয়ে যায় সুরভিত ফুলের বাগিচা।

ঈমানের গর্বিত গালিচা।

বটেই তো, আল্লাহকে আমরা কতটুকু ভালোবাসি- আল্লাহপাক কি তার এতটুকু পরীক্ষা নেবেন না?

নিশ্চয়ই নেবেন।

আমাদেরকেও সেই ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই তো আমরা পেয়ে যাবো মহান রবের একান্ত ভালবাসা। সুশোভিত ফুলের বাগিচা।

ঈমানের পরীক্ষার পরই তো পাওয়া যায় কেবল চির প্রবহমান প্রশান্তির ঝিরঝির ধারায় বয়ে চলা সইে এক বিস্ময়কর ঝরনাস্নাত নির্ভাবনার নিবাস।

www.pathagar.com

আলোর মিছিলে কবিও শামিল

কবি লাবিদ!, আরবের বিখ্যাত কবিকুলের মদ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। গোটা আরব জুড়ে বইছে তার সুখ্যাতির সুবাতাস। আরববাসীর মুখে মুখে তার নাম। প্রতি মুহূর্ত উচ্চারিত হয় তার কবিতার পঙ্‌ক্তি।

সেই বিখ্যাত কবিলাবিদ।-

তখনও আঁধার ফুঁড়ে আলো আসেনি তার সামনে। সময়টা যে জাহেলি যুগ! কিন্তু সত্য সন্ধানী লাবিদ। তিনি প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন। ঠিক একজন কবির মতোই। আর ভাবতে থাকেন। ভাবতে থাকেন একূল-দু'কূল। এতো খ্যাতি, এতো নামডাক- তাতেও কবির মন ভরে না। বরং কী এক তৃষ্ণার যাতনায় তিনি কেবল সারাক্ষণই তড়পান?

www.pathagar.com

কী সেই তৃষ্ণা। কি সেই যাতনা? সে কেবল আলো আর আলোর তৃষ্ণা। তার আলো চাই। সত্যের আলো। যে আলোতে আলোকিত হতে পারেন কবি ও তার কবিতা! লাবিদ তখন কবি খ্যাতির উচ্চাসনে আরোহন করছেন।

প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে তখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় তার কাছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে।

সত্যের আহ্বান আসার সাথে সাথে প্রায় শকবর্ষ বয়সী কবি লাবিদ তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করেন।। রাসূলে (সা) দরবারে উপস্থিত হন।

সেখানে পৌঁছে তিনি আল কুরআনের এই সমস্ত আয়াতের আবৃত্তি মন দিয়ে শোনেন।- "তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ কিনেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন আর ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ থেকে মুষলধারে বারি বর্ষণের মতো যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতচমক। তারা বজ্রধ্বনি শুনে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙ্গুল ঢোকায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বষিয়েই সর্বশক্তিমান। হে মানবমন্ডলী! তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেন। যাতে তোমরা সংযমী হও।" (সূরা আর বাকারা : ১৬-২১)

লাবিদ ভাবেন, একি! এ যে কবিতার চেয়েও সুন্দর। শিল্পের চেয়েও বড় শিল্প!

আল কুরআনের এই অনুপম ভাষা, অপূর্ব আলঙ্কারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবিদকে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে তখনই তিনি রাসূলের (সাঃ) কাছে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।

আমাদেরও ভেবে দেখা দরকার যে, কিভাবে লাবিদ (রা) এর মতো একজন উঁচুমানের খ্যাতিমান কবিও আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তিবলে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন!

কিভাবে রাসূলের (সা) অনুপম আকর্ষণে তিনি মুগ্ধ হলেন!

লাবিদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণের পর পুলকিত লাবিদ।

তিনি সমান শিহরিত ও আনন্দিত।

তিনি সন্ধান পেলেন এমন এক রত্নসম্ভারের, যার তুল্যমূল্য হিসাবের বাইরে।

কী অসীম পাওয়া!

একেবারেই আসমানের চাঁদ যেন!-

লাবিদ রাসূলকে (সা) পেয়ে গেলেন কাছে, খুবই কাছে। আপন করে।

পেয়ে গেলেন আল কুরআনের সম্মোহনী জাদুর স্পর্শ!

আর ইসলামের ছায়াতলে যিনি আশ্রয় নেন, মহান রব তার সাথেই তো থাকেন।

একই সাথে এতো প্রাপ্তি!-

আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কবি লাবিদ।

দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে তার আরব সাগরের উচ্ছল ঢেউ।

মুহূর্তেই বদলে যান কবি। বদলে যা তার কবিতার ধারাও।

যে হাত দিয়ে তিনি আগে লিখতেন শুধু আশাহত, স্বপ্নভঙ্গ, বিষাদ-বেদনা কিংবা ব্যক্তিগত বা প্রেমের কবিতা- সেই হাতেই এবার লিখতে থাকলেন আলো আর আলোর কবিতা!...

রাসূল (সা) কবিতা পছন্দ করতেন। ভালবাসতেন কবিকেও। রাসূলের (সা) সেই ভালবাসার অতি প্রিয় কবিদের দলে যুক্ত হলেন আর এক বিখ্যাত কবি লাবিদ। ফিরে এলেন গাঢ়তর অন্ধকার থকে জোছনাপ্লাবিত এক আশ্চর্য সুন্দর জীবনে। শামিল হয়ে গেলেন প্রখ্যাত কবি লাবিদ আলোর মিছিলে। কী সৌভাগ্যবান কবি!

www.pathagar.com

আগুনের ফুলকি

কে না অবাক হয় এমনটি দেখলে!

বিস্ময়কেও হার মানায়!

হ্যাঁ সত্যিই তাই।–

তিনি বয়সে একেবারেই কিশোর।

রাসূল (সা) যখন প্রথম হিজরত করেন মদীনায়, তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর।

রাসূল (সা) তখনও মদীনায় আসেননি।

www.pathagar.com

অথচ রাসূলের (সা) ওপর বিশ্বাস এনে ইসলাম কবুল করলেন এগার বছরের এই অবাক কিশোর।

ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি শুরু করলেন কুরআন অধ্যয়ন।

বয়সে কিশোর।

কিন্তু নিয়মিত কুরআন পড়ার কারণে মদীনার মানুষ তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। এতই প্রখর ছিল তাঁর মেধা যে, মাত্র এগার বছর বয়সে, রাসূল (সা) মদীনায় আসার আগেই তিনি সতেরটি সূরার হাফেজ্ব হয়েছিলেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তিত্ত ছিল দারুণ। আল কুরআনের যা পড়তেন, তা সবই মুখস্থ রাখতে পারতেন।

রাসূল (সা) হিজরত করে মদীনায় এলেন। তিনি মদীনায় পা রাখার পরই মদীনার মানুষ এই বিস্ময়কর কিশোরকে সাথে করে নিয়ে গেল রাসূলে (সা) দরবারে।

রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই বুঝে গেলেন যে, এ এক অসাধারণ মেধাবী কিশোর। আর রাসূল (সা) যখন জানলেন যে, এই কিশোর সতেরটি সূরার ইতিমধ্যেই হাফেজ হয়ে গেছেন, তখন তো তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না।

রাসূল (সা) আদেশ পালন করলেন।

তাঁর কণ্ঠে আল কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হলেন রাসূল (সা)। মদীনায় আছেন রাসূল (সা)।

প্রতিদিনই এসময় তাঁর কাছে আসতে থাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে চিঠিপত্রের বহর।

এর মধ্যে আছে পার্শ্ববর্তী দেশ ও এলাকার রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি, আমির। উমরাহদের চিঠি।

অধিকাংশ চিঠির ভাষাই ছিল সুরইয়ানী ও ইবরানী (হিব্রু)।

www.pathagar.com

মদীনায় তখন এই দু'টি ভাষা জানতো কেবল ইহুদিরা।

কিন্তু ইহুদিরা কখনই ইসলামকে ভালো চোখে দেখতো না। বরং দুশমনী করাই ছিল তাদের প্রধানতম কাজ।

মদীনার মুসলমানরাও এই দু'টি ভাষা জানতো না।

ফলে বেশ সমস্যা দেখা দিল।

কী করা যায়?

ভাবছেন রাসূল (সা)।

হঠাৎ তিনি ডাকলেন এই মেধাবী কিশোরকে।

কাছে, একান্ত কাছে ডেকে নিয়ে রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, ভাষা দু'টি শিখে নেয়ার জন্য।

রাসূলের (সা) নির্বাচন এবং নির্দেশ বলে কথা!

এই অবাক কিশোর নিজেই বলছেন সেই স্মৃতিবাহী ঘটনার কথা।–

তিনি বলেছেন, 'রাসূল (সা) মদীনায় এলে আমাকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। তিনি আমাকে বললেন, আমার জন্য তুমি ইহুদিদের লেখা শেখ। আল্লাহর কসম! তারা আমার পক্ষ থেকে ইবরানী ভাষায় যা কিছু লিখছে, তার ওপর আমার আস্থা হয় না।' রাসূলের (সা) নির্দেশে আমি ইবরানী ভাষা শিখলাম। মাত্র আধা মাসের মধ্যে দক্ষতা অর্জন করে ফেললাম। তারপর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ইহুদিদেরকে কিছু লেখার দরকার হলে আমিই লিখতাম এবং রাসূলকে (সা) কিছু লিখলে আমিই তা পাঠ করে শুনাতাম।'

কী অসাধারণ তাঁর মেধা এবং স্মরণশক্তি! এই মহান গুণের জন্য, এই দক্ষতা অর্জনের জন্য রাসূল (সা) যাবতীয় লেখালেখির দায়িত্ব অর্পন করেন এই কিশোরের ওপর।

তিনি আরবি ও ইবরানী-দুই ভাষাতেই লিখতেন।

www.pathagar.com

রাসূলের (সা) সর্বপ্রথম সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন উবাই ইবন কাব আল আনসারী।

আর উবাই-এর অনুপস্থিতিতে রাসূলের (সা) এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন তিনি।

তারা ওহি ছাড়াও লিখতেন রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিপত্র।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর-হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) খিলাফত কালেও তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলের (সা) সময়ে যখন চিঠিপত্র কিংবা ওহি লেখার প্রয়োজন হতো, তিনি হাড়, চামড়া, খেজুরের পাতা প্রভৃতি ব্যবহার করতেন।

আল কুরআন সংগ্রহ ও সঙ্কলনের মহা গৌরবজনক সম্মানের অধিকারী ছিলেন তিনি।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের (রাঃ) সময়ে আরব উপদ্বীপে একদল মানুষ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) হয়ে মুসায়লামা আল কাজ্জাবের দলে যোগ দেয়।

মুসায়লামা ইয়ামামায় নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করে।

হযরত আবু বকর (রা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যদিও এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে, এবং মুসায়লামা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়, তবে যুদ্ধে একে একে শহীদ হয়ে যান সত্তরজন হাফেজে কুরআন।

একটি যুদ্ধে এত বিপুলসংখ্যক হাফেজে কুরআনের শাহাদাত কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হজরত উমরকে (রা) শঙ্কিত করে তোলে।

তিনি খলিফা হযরত আবু বকরকে (রা) আল-কুরআন সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ দেন।

হযরত আবুবকর (রা) হযরত উমরের (রা) এই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

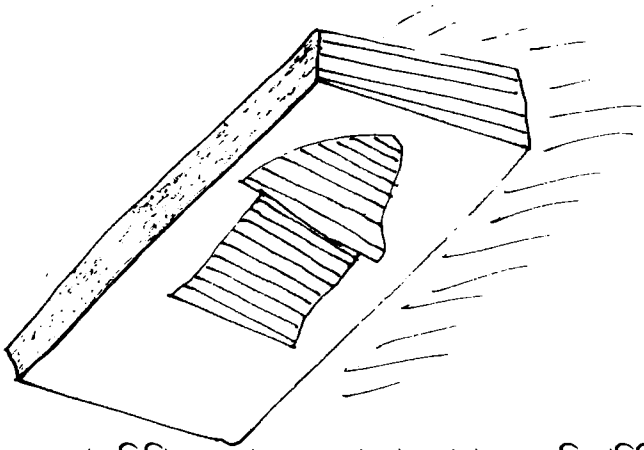

তিনি আল কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য আহবান জানালেন অতি পরিচিত সুদক্ষ এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে।

বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান নওজোয়ান। তোমার প্রতি সবার আস্থা আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবিত কালে তুমি ওহি লিখেছিলে সুতরাং তুমিই এই কাজটি সম্পন্ন কর।'

হযরত আবু বকরের (রা) প্রস্তাবটি শোনার পর তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন এই ভাবে :

'আল্লাহর কসম! তারা আমাকে আল কুরআন সংগ্রহ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা করার চেয়ে একটি পাহাড় সরানোর দায়িত্ব দিলে তা আমার কাছে অধিকতর সহজ হতো।'

আল কুরআন সংরক্ষণের কাজে তাঁকে সহযোগিতার জন্য আবু বকর (রা) আরও একদল সাহাবীকে দিলে।

দলটির সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর।

তাঁদের মধ্যে উবাই ইবন কাব ও সাঈদ ইবনুল আসও ছিলেন।

নওজোয়ান দায়িত্ব প্রাপ্তির পর কাজ শুরু করলেন। তিনি খেজুরের পাতা, পাতলা পাথর ও হাড়ের ওপর লেখা আল কুরআনের সকল অংশ সংগ্রহ করলেন। এরপর হাফেজদের পাঠের সাথে তা মিলিয়ে দেখলেন।

www.pathagar.com

তিনি নিজেও একজন কুরআনের হাফেজ ছিলে এবং রাসূলের (সা) জীবিত কালে আল কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন।

কি সৌভাগ্যবান এক আলোর জৌতি!

রাসূলের (সা) ওহি লেখার দায়িত্ব যে সাহাবীদের ওপর ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি।

সকল সময় তিনি রাসূলের (সা) সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করতেন। রাসূলের (সা) পাশে যখন বসতেন তখন কলম, দোয়াত, কাগজ, খেজুরের পাতা, চওড়া ও পাতলা হাড়, পাথর ইত্যাদি তাঁর চারপাশে প্রস্তুত রাখতেন। যাতে করে রাসূলের (সা) ওপর ওহি নাজিলের সাথে সাথেই তিনি তা লিখতে পারেন।

রাসূলের (সা) প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা।

ছিল তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য।

তাঁর এই ভালোবাসার কারণে তিনি সকল সময় চেষ্টা করতেন প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) কাছাকাছি থাকার জন্য।

ভোরে, যখন ফর্সা হয়নি পূর্বের আকাশ, যখন কিছুটা অন্ধকারে ঢেকে থাকতো সমগ্র পৃথিবী, ঠিক সেই প্রত্যুষে নীরবে, অতি সন্তর্পণে তিনি পৌঁছে যেতেন দয়ার নবীজীর দরবারে।

কখনো বা পৌঁছে যেতেন সেহরির সময়ে। দয়ার নবীজীও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তাঁকে।

বিস্ময়করই বটে!

রাসূলকে (সা) দেখার আগেই তিনি মাত্র এগার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, সতেরটি সূরারও হাফেজের অধিকারী হলেন।

যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বছর। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ও কামনা ছিল যুদ্ধে যাবার।

কিন্তু বয়স কম থাকার কারণে তাঁকে অনুমতি দেননি মহান সেনাপতি রাসূল (সা)।

www.pathagar.com

কিন্তু যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন তাঁর বয়স ষোল বছর।

এখন কে আর তাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখে।

না, কেউ তাঁর গতিরোধ করেননি।

তিনি প্রবল প্লাবনের মত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে যোগ দিলেন উহুদ যুদ্ধে।

যুদ্ধ করলেন প্রাণপণে।

সাহসের সাথে।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি।

ষোল বছরের এক টগবগে যুবক!

যুবক তো নয় যেন আগুনের পর্বত!

বারুদে ঘোড়া!

কম কথা নয়!

মাত্র এগার বছরে ইসলাম গ্রহণ।

সতেরটি সূরার হাফেজে কুরআন।

কাতেবে ওহির মর্যাদা লাভ।

রাসূলের (সা) সেক্রেটারি হওয়ার গৌরব অর্জন।

জিহাদের ময়দানে এক সাহসী তুফান। রাসূলের নির্দেশে দু'টি নতুন ভাষা শেখার আনন্দ। সম্পূর্ণ হাফেজে কুরআন।

রাসূলের (সা) একান্ত সাহচর্য ও ভালোবাসা লাভ–

এসবই তাঁর জন্য নির্মাণ করেছে মর্যাদাপূর্ণ এক গৌরবজনক সুশীতল হাওয়ার গম্বুজ। তাঁর মত এমন সৌভাগ্যের অধিকারী ক'জন হতে পারে?

তবে তারাই পারে, যাদের হৃদয়ে আছে ঈমান, সাহস, ত্যাগ আর ইসলামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা।

এই সাহসী অবাক-বিস্ময়কর কিশোরের নাম হজরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।–

কিশোর তো নয়, যেন আগুনের ফুলকি!

যিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সাহসের তরঙ্গমালা।

সত্যের ফুলকি।

আহ! তাঁর মতো জীবনটাকে গড়তে কার না লোভ হয়!

www.pathagar.com

আত্মত্যাগের

বিরল নজির

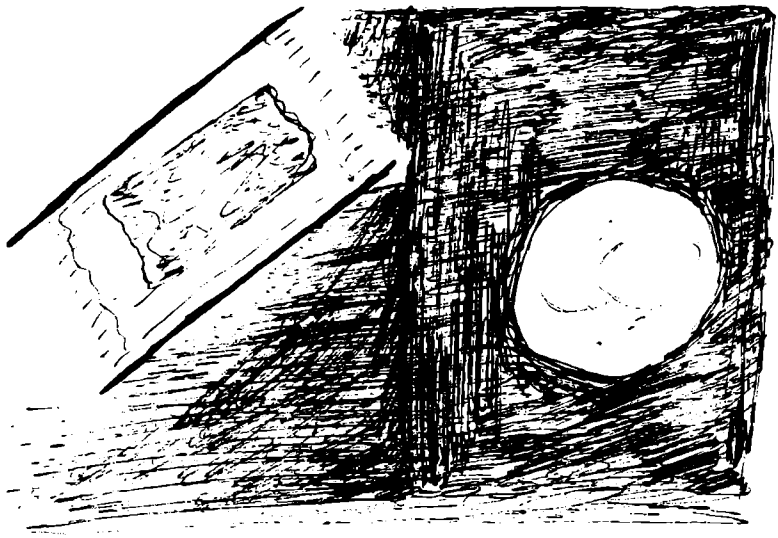

এই মাত্র রাতের ইবাদত শেষ হলো!

ইবাদাত শেষে ঘুমিয়ে পড়েছেন পিতা।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

চারপাশ নীরব, নিস্তব্ধ।

ঘুমের মধ্যেই একটি স্বপ্ন দেখে হঠাৎ চমকে উঠলেন পিতা।

www.pathagar.com

প্রথমত আমূল শিউরে উঠলেন। তারপর একটু দম নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস টেনে নিলেন শুষ্ক বুকে।

আবারও ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন তিনি।

ভাবছেন।–

একি! একি স্বপ্ন! নাকি সত্য!....

পিতার বুকে ঝড়ের তোলপাড়। হ্যাঁ তাইতো দেখলাম!.....

সত্যের বাহকরা কি কখনো স্বপ্ন দেখেন? নাকি তাঁরা যা দেখেন তা সত্যেরই আগাম বার্তা! আবারও সেই ভাবনা। জিজ্ঞাসার তুমুল তুফান।

তারপর।–

তারপর পিতা যখন স্থির হলেন, যখন তাঁর ভেতর সত্যের বিদ্যুৎটি চমকে উঠলো, তখন।–

তখনই তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন মহান রবের কাছে।

সাহায্য চাইলেন মহান আল্লাহর। জানালেন নিজের একান্ত আকুতি। বিনয়, খুবই বিনয়ের সাথে মহান রবকে বললেন,

হে আল্লাহ!

হে আমার প্রতিপালক!

হে বিশ্বজাহানের মালিক!-

আমি যা স্বপ্নে দেখলাম, সেটিই যদি আপনি চান– তাহলে তাই হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে মঞ্জুর করুন। আমি একমাত্র আপনারই করুণাপ্রার্থী। আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

পিতা অপেক্ষায় আছেন।

ভোরের প্রত্যাশায় তিনি প্রহর গুনছেন।

কখন প্রভাত আসবে?

www.pathagar.com

কখন সূর্য উঠবে?

কখন!

এক সময় প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো।

প্রভাত নেমে এসেছে।

কি স্নিগ্ধ!

কি মনোরম সকাল!

পিতা তাকিয়ে আছেন ভোরে দিকে।

আকাশের দিকে। দূরে, বহুদূরে।–

আল্লাহর সৃষ্টির অসীম মহিমা দেখছেন দু'চোখ ভরে।

দেখছেন আর ভাবছেন।-

ভাবছেন, আমি তো কেউ না। কেবল মাত্র আল্লাহরই দাস!

এই সৃষ্টিকুলও একমাত্র তাঁরই। তিনিই তো সব কিছুর মালিক।

অতএব সেই মহান মালিক যখন তাঁরই কোনো সম্পদ নিতে চান, সেখানে কারোর তো কোনো আপত্তিই চলে না। বরং সেটা খুশিরই বিষয়।

কিন্তু!–

একটু থামলেন পিতা!

তিনি বাইরে তাকান।

দেখেন একমাত্র ছোট্ট ছেলে কেমন তুলতুলে পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

খেলছে।

কলিজার টুকরা সোনামণি! কি যে আদরের! কি যে প্রাণের! আহ, তার জন্যই হৃদয়ের সকল ভালোবাসা! চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করছে।

পিতা নয়মণির দিকে দরদভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। অপলকে।

www.pathagar.com

সোনামণিকে দেখেন আর ভাবেন।–

ভাবেন কিভাবে ছোট্ট জাদুমণিকে বলা যায় রাতে দেখা তাঁর স্বপ্নের কথা।

স্বপ্নটি দেখার পর পিতা ভয় পাননি। ঘাবড়ে যাননি। বরং সাথে সাথেই তিনি প্রস্তুত হয়ে গেছেন আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য।

একজন মুমিনতো এমনি হয়। তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য। তিনিও প্রস্তুত।

কিন্তু যাকে নিয়ে মূল বিষয়টি–তাকে তো জানানো প্রয়োজন?

সেটা কিভাবে সম্ভব? কিভাবে?

ভাবতে ভাবতে একটু পেরেশান হয়ে যান তিনি।

সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

আর তো অপেক্ষা করা যায় না।!–

পিতা এবার ফুলের মতো কোমল, চাঁদের মতো সুন্দর আদরের সোনামণিকে কাছে ডাকলেন। বুকে জড়িয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন কলিজার টুকরাকে।

পিতার আদর-সোহাগে পুত্রের হৃদয়ের পদ্মপুকুর টলমল করতে থাকে।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পিতার দিকে।

পিতাও তাকিয়ে দেখেন তাকে। প্রাণ ভরে।

বুকের সকল তৃষ্ণা উজাড় করে।

তারপর।–

তারপর পুত্রের শিশির সিক্ত ঘাসের চেয়েও নরোম, রেশমের চেয়েও কোমল চুলভর্তি কচি মাথায় হাত রাখলেন।

পিতার সোহাগভরা হাতের স্পর্শে পুত্রের সারা শরীরে কম্পন বয়ে গেল্।

পিতা এবার খুব দরদভরা কণ্ঠে বললেন–

www.pathagar.com

- আব্বু!

- জি আব্বুজান!

- আমি গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি।

- কী স্বপ্ন?

পিতা একটু দম ছাড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে তোমাকে কুরবানি করছি। এ ব্যাপারে তুমি কী বলো?

পিতার কথা শেষ না হতেই পুত্র খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। বললো, সত্যিই তাই!

- হ্যাঁ, সোনামণি!-

- যদি তাই হয়, তাহলে আব্বু!–আব্বু গো, আপনি আর একটুও দেরি করবেন না। আল্লাহর নির্দেশ মতো আমাকে কুরবানি করুন। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবেন।

পুত্রের কথা শুনে পিতার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না।

এত সহজেই সে রাজি হয়ে গেল!

তাও খুশির সাথে! আনন্দের সাথে!

আব্বার কাছ থেকে তাকে কুরবানি করার স্বপ্নের কথাটি শোনার পর থেকেই পুত্রের মধ্যে দেখা দিল আনন্দের বন্যা।

সেকি তোলপাড়!

সেকি অস্থির!

তার যেন আর কোন দেরিই সইছে না!

প্রতীক্ষা তার আর ভালো লাগে না। পিতাকে অস্থির করে তোলে কেবলই।

আব্বু!– দ্রুত, খুব দ্রুত আমাকে কুরবানি দেয়ার কাজটি সেরে ফেলুন। একটু দেরি হলেই যদি আমাদের মহান রব রাগ করেন! অতএব দয়া করে

www.pathagar.com

আর দেরি নয়। এখনই আমাকে কুরবানি করুন। আহ্ আব্বু! দেরি করছেন কেন! আমি তো প্রস্তুত।–

আমি তো প্রস্তুত আমার রবের হুকুমে কুরবানির হওয়ার জন্য।

আমি তো প্রস্তুত তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য।

আপনি কাজটি সেরে ফেলুন।

পুত্রের আত্মত্যাগের এমনি দৃষ্টান্ত দেখে খুশি হলেন পিতা।

তিনি বুঝলেন, আমার পুত্রও কোন সাধারণ ছেলে নয়। সেও মহান রবের একজন মনোনীত এবং পছন্দের বান্দা।

পিতার বুকটি খুশি ও আনন্দে ভরে উঠলো। তিনি এবার প্রস্তুত হলেন আদরের মানিককে আল্লাহর হুকুমে কুরবানি করার জন্য।

বিরান ভূমি।

নির্জন। চারপাশে কোনো মানুষের কোলাহল নেই। যাতায়াত নেই। এমনি নির্জন একটি জায়গায় পুত্রকে কুরবানির জন্য নিয়ে গেলেন স্বয়ং পিতা।

পিতা-পুত্র- না, কারো মনো কোনোপ্রকার দুঃখ নেই। কষ্ট নেই। ব্যথা নেই।

শঙ্কা নেই। নেই এতটুকুও দুর্বলতা।

বরং আল্লাহর নির্দেশ পালনের খুশি ও আনন্দে পিতা-পুত্র- দু'জনই সমান উদ্বেলিত।

এবার পুত্রকে কুরবানির জন্য মাটিতে শুইয়ে দিলেন পিতা।

পুত্র বললো, একি আব্বু!

- কি?

- আপনার চোখে কাপড় নেই কেন? আপনার চোখ দু'টো কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিন। হাজার হোক আমি তো আপনারই কলিজার টুকরো! আমার গলায় ছুরি চালানোর সময়, কিংবা জবাই কার পর ফিনকি দিয়ে যখন

www.pathagar.com

রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়বে- তখন, তখন যদি আপনার চোখে পানি আসে! তখন যদি আপনি দুর্বল হয়ে পড়েন! না, আব্বু! এমনটি করবেন না। দয়া করে আপনার চোখে কাপড় বেঁধে নিন। তারপর ছুরি চালান আমার গলায়।

পুত্রের কথায় আবারও চমকে উঠলেন পিতা। সত্যিই তো! সন্তানের প্রতি দুর্বলতা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। যদি তেমনি দুর্বলতার শিকার হই, তাহলে তো এই পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হবে না!

পুত্রের পরামর্শে খুশি হলেন পিতা। তিনি নিজের চোখ বেঁধে নিলেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে ধারালো ছুরি চালালেন পুত্রের গলায়।

ছুরিটা বসে গেছে গলায়।

এই তো কাজ শেষ!

আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারায় তাঁকে শুকরিয়া জানালেন পিতা। এবার চোখের কাপড় খুলে ফেললেন।

কিন্তু একি!–

এ কোন্ দৃশ্য!

এতো দেখছি জবেহকৃত একটি দুম্বা নিথরভাবে পড়ে আছে! রক্তাক্ত!

তাহলে!-

পিতার বুকটা কেঁপে ওঠে শঙ্কায়।

তিনি তাকান চারপাশে। দেখেন তাঁরই এক পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে আপন পুত্র- নয়নের মণি।

পিতা তো হতবাক!

মনে তাঁর বরফজমা দুশ্চিন্তা।

তাহলে কি আল্লাহপাক কবুল করেননি আমার এই কুরবানি!

মুহূর্তেই তাঁকে শঙ্কামুক্ত করলেন মহান রব। জানালেন, তাঁর কুরবানি কবুল হয়েছে।

www.pathagar.com

তবে পুত্রকে জবেহ করলাম, আর সেখানে দুম্বা কেন?

আল্লাহপাক তারও জবাব দিলেন– এটা ছিল তোমার একটি পরীক্ষামাত্র। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ভাবনার কোনো কারণও নেই।

আশ্বস্ত হলেন পিতা।

তিনি আল্লাহর এই পরীক্ষায় পাস করেছেন। পাস করেছে তার সোনামানিক শিশুপুত্রও।

কেন পাস করবেন না?

পিতা তো ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী– ইব্রাহিম (আ)।

আর তাঁর নয়নের মণি?–

তিনি তো আর কেউ নন–ইসমাইল (আ)।

তিনিও ছিলেন আল্লাহর মনোনীত প্রিয় নবী। আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই কেবল পারেন এমনি কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে।

পারেন এ ধরনের নজিরবিহীন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

কারণ তাঁদের কাছে তো আল্লাহর খুশিটাই সবকিছু।

এ ছাড়া তাঁদের আর কোনো কিছুই চাইবার থাকে না।

প্রত্যেক মুমিনকেই এমনি আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

ত্যাগের মহিমায় সকল সময় নিজেকে উজ্জীবিত রাখা প্রয়োজন।

আল্লাহপাক তো তাঁর মুমিন বান্দার কাছে এটাই চান।

তিনি দেখতে চান বান্দা তাঁর প্রতি কতটা অনুগত। কতটা আনুগত্যশীল। কতটা আত্মত্যাগী।

হজরত ইব্রাহিম (আ) এবং তাঁর পুত্র হজরত ঈসমাইল (আ) -এর ঈমান, আত্মত্যাগ ও মহান রবের প্রতি আনুগত্যের যে নজির- সেটা বিরল এবং বিস্ময়কর।

আমাদের জন্য সেটা দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বস্তুত আমাদেরও তেমনি ঈমানের অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

জোছনার ফোয়ারা

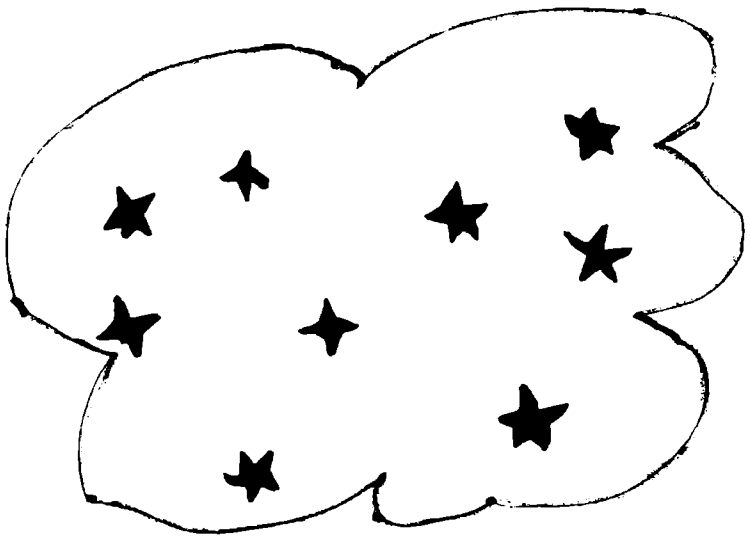

সূর্যের তাপকে কতক্ষণ ঢেকে রাখতে পারে মেঘ? কতক্ষণ আর অন্ধকারে থাকতে পারে আলোকিত জোসনা? না, পারে না! আহ্! কি চমৎকার!

আকাশের সীমানা জুড়ে কেবল আলো আর আলো।

সূর্যের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে দ্যুতিময় কিরণ। কে দাঁড়িয়ে আছেন, কে?

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে শাদা শাদা, কার্পাশ তুলোর মতো রূপোলি মেঘের খণ্ড।

www.pathagar.com

বাতাস- তার ডানা নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিম হিম শীতল হাওয়া।

কার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এমনি বেহেশতি পরশ?

কেন?

কারণ আর কিছু নয়।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রিয় হাবীব- স্বয়ং মুহাম্মদ (সা)!

তিনি কথা বলছেন।

কথা বলছেন একজন আরব বেদুঈনের সাথে।

নাম- সওয়া ইবন কায়স আল মুহাজিলী।

কিসের কথা?

কিসের আলাপন?

বিষয়টি বেশ মজার।

রাসূলের (সা) সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি তাজি ঘোড়া।

ঘোড়াটি যেমন নাদুস-নুদুস, তেমনি সুন্দর। ঘোড়াটি বিক্রি করতে চায় আরব বেদুঈন।

রাসূল (সা) দেখছেন। দেখছেন ঘোড়াটিকে। দেখছেন আর কেনার জন্য ভেতরে ভেতরে কেবলই উসখুস করছেন। দাম কত? জিজ্ঞেস করলেন বেদুঈনের কাছে। দামের কথা শুনে মুচকি হাসলো বেদুঈন। তরপর বললো তার ইচ্ছের কথা।

রাসূল (সা) রাজি হলেন। তাহলে এটাই ঠিক হলো। ঘোড়াটিকে আমি কিনলাম। বললেন রাসূল (সা)

দরদাম ঠিক। কথা পাকাপাকি।

রাসূল (সা) ঘোড়ার দাম পরিশোধ করবেন বাড়িতে এসে। বেদুঈন তাতেও রাজি।

www.pathagar.com

সেখানে আর কেউ ছিল না। ছিল না প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা কোনো সাক্ষী।

কথা যখন শেষ তখন আর দেরি কেন?

রাসূল (সা) চললেন বাড়ির দিকে।

পেছনে সেই আরব বেদুইন। তার হাতেই আছে ঘোড়ার লাগামটি। তারা চলছেন। চলছেন সময়কে দু'ভাগ করে করে।

সামনের দিকে।

ক্রমাগত।

কিছুদূর আসার পর।–

ঘোড়াটির দিকে নজর পড়লো আরও অনেকের। তাইতো! এ যে দেখছি দারুণ ঘোড়া!

কেনার জন্য এগিয়ে এলো কেউ কেউ।

একজন তো দান হাঁকিয়ে বসলো অনেক বেশি। অনেক- মানে রাসূল (সা) যা দিচ্ছেন- তার চেয়েও বেশি।

সাথে সাথে চকচক করে উঠলো উঠলো বেদুঈনের মধ্যে লোভের ছুরি। সেই ছুরিতে ফালা ফালা করে দিল বেদুঈনের জিহ্বা। মুহূর্তেই রাজি হয়ে গেল ঘোড়াটি বেশি দামে বিক্রির জন্য।

বললো, হে রাসূল! ঘোড়াটি নিতে চাইলে নিতে পারেন।

নইলে এর কাছে বিক্রি করে দেই!

সে এমনভাবে কথাগুলো বললো, যেন রাসূলের (সা) সাথে ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে তার কোন কথাই হয়নি!

কি আশ্চর্য!

সে ভুলে গেল রাসূলের (সা) কথা।

ভুলে গেল তার প্রতিজ্ঞার কথা।

ভুলে গেল নয়- বরং বলা ভালো- অস্বীকার করলো।

www.pathagar.com

অবাক হবার কথাই বটে!

স্বয়ং রাসূলের (সা) সাথে মিথ্যাচার?

শুধু মিথ্যাচারই নয়। রীতিমত বাড়াবাড়ি!

রাসূল (সা) বললে, ঘোড়াটি আমি কিনেছি। দাম পরিশোধের জন্য এখন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

বেদুঈন!

হতভাগ্য বেদুইন তখনো অস্বীকার যাচ্ছে, না! আমি আপনার কাছে ঘোড়া বিক্রি করিনি।

- করোনি?

- না

- তুমি মিথ্যা বলছো।

- যদি সত্যিই বিক্রি করে থাকি তাহলে আপনার সপক্ষের কোনো সাক্ষীকে হাজির করুন।

-সাক্ষী?

অবাক আর বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন দয়ার নবীজী।

কে দেবে সাক্ষী? সেখানে তো কিউ ছিল না।! কেউ তো শোনেনি এই কেনা- বেচার কথা!

চুক্তির কথা!

বেশ অস্বস্তিকর পরিবেশ।

গুমোট হয়ে উঠলো চারপাশ।

একি বলছে মিথ্যাবাদী বেদুঈন?

একজন দু'জন করে সেখানে উপস্থিত হলেন মুসলিম জনতা।

অনেকেই তাদের পূর্ণ দৃষ্টি রাসূলের (সা) দিকে। তাদের প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঝড়ে পড়ছে বিশ্বাসের ধারা। হীরকখণ্ডের মতো জ্বলছে তাদের প্রত্যয়ী চোখ।

www.pathagar.com

সবাই সমস্বরে বললেন : না! ঘোড়াটি তুমি বিক্রি করেছো। বিক্রি করেছো প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদের (সা) কাছে।

না, আমি বিক্রি করিনি। বেদুঈনের সাফ জবাব। ক্রুদ্ধ হলেন মুসলিম জনতা। বললেন, অবশ্যই বিক্রি করেছো। রাসূল (সা) কক্ষনো মিথ্যা বলেন না। মিথ্যার একটি দৃষ্টান্তও নেই তাঁর জীবনে। বরং তুমিই মিথ্যা বলছো। তুমি মিথ্যাবাদী!

ধড়িবাজ!

তারপরও অস্বীকার করলো বেদুঈন, মোটেই না। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়– তাহলে হাজির করুন, হাজির করুন কোনো সাক্ষীকে। যদি কেউ সাক্ষী দিতে পারে যে, আমি রাসূলের (সা) কাছে আমার ঘোড়াটিকে বিক্রি করেছি, তবে আমি তা মেনে নেব।

সাক্ষী?

কে দেবে সাক্ষী?

সেখানে তো কেউ উপস্থিত ছিল না।

মহা ভাবনার বিষয়!

কিন্তু সত্য-মিথ্যা বলে কথা!

সমাধান তো হবেই।

কিন্তু কিভাবে?

অবাক কাণ্ড!

হঠাৎ জনতার ফাঁক গলিয়ে সেখানে উপস্থিত হলের একজন।

তার চোখ থেকে ঝরছে কেবল বিশ্বাস আর দৃঢ়তার ফলগুধারা। বুকটান করে, গলা চড়িয়ে বললেন, আমি! এই আমিই তার সাক্ষী। আমি বলছি ঘোড়াটি তুমি বিক্রি করেছো রাসূলের (সা) কাছে। এবং রাসূল (সা) সেটি কিনেছেন তোমার কাছ থেকে। এবার বলো, বলো বিষয়টি সত্যি কিনা?

সাক্ষী কণ্ঠের এমনি দৃঢ়তা ছিল যে ভয়ে কেঁপে উঠলো বেদুঈনের দেহ।

হাজার হোক সে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীরা তো সত্যের সামনে কেঁপে উঠবেই।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) তাকালেন সাক্ষীর দিকে। সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে। তাঁর সেই দৃষ্টিতে ছিল অপার বিস্ময়। কিভাবে? তুমি এমন করে সাক্ষ্য দিলে খুজায়মা?

তুমিতো আর সেখানে উপস্থিত ছিলে না।

জিজ্ঞেস করলেন দয়ার নবীজী তাঁর প্রিয় সাহাবীর কাছে। রাসূলের (সা) প্রশ্নে খুজায়মা শান্ত, স্থির।

বললেন, হে দয়ার নবী (সা)! আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তা সবই সত্য বলে জেনেছি। আর এ কথাও জেনেছি- আপনি সর্বদা সত্যই বলেন। কেবল সত্য ছাড়া আর কিছুই বলেন না। আপনি আসমানের যেসব খবর দেন- তার সবটুকু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আর আপনি নিজে যা বলছেন- তা আমি বিশ্বাস করবো না? সেটা কেমন করে হয়। আমি জানি সত্যই বলেছেন।

রাসূল (সা) শুনলেন। শুনলেন তাঁর এক প্রিয় সাহাবীর কথা। শুলেন তার বিশ্বাস এবং আস্থার কথা। ভালোবাসার কথা। শুনলেন আর মুগ্ধ হলেন।

হ্যাঁ, এমনটিই তো দাবি করে ঈমান।

www.pathagar.com

যে ঈমানের থাকবে না এতটুকু কোন খাঁদ, এতটুকু কোনো ফাঁক। এতটুকু কোনো সংশয়। রাসূল খুশি হলেন। খুশি হলেন খুজায়মার জবাবে। এবং ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে খুজায়মার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে বিবেচিত হবে।

সেদিন থেকেই খুজায়মা উপাধি পেলেন- 'জুআশ্ শাহাদাতাইন'- বা দুই সাক্ষ্যের অধিকারী।

কি বিস্ময়কর পুরস্কার!

রাসূল (সা) বলেছেন, খুজায়মা একা কারোর জন্য সাক্ষ্য দিলে তার একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

হযরত খুজায়মা ছিলেন বিস্ময়কর পুরস্কারের অধিকারী এক ভাগ্যবান-সাহাবী।

তিনি যেমন ছিলেন অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি রাসূলকে ভালোবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশি।

ইসলাম গ্রহণের পর, সেই প্রথম দিকে তিনি একে একে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন তার গোত্রের মূর্তিগুলো। সেটা ছিল অসীম সাহসের ব্যাপার। ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই।

কিন্তু দুঃসাহসী খুজায়মা! তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সা) ভালবেসে যে কোন ঝুঁকি নিতেই প্রস্তুত ছিলেন। সর্বক্ষণ। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেতেও তাঁর সেই দুঃসাহসের স্বাক্ষর রয়ে গেছে। রাসূল (সা) কি ভালোবাসতেন তার এই প্রিয় সাহাবীকে? না, বরং অনেক-অনেক বেশি ভালোবাসতেন।

কেমন ছিল সেই ভালোবাসার পসরা? সেও এক চমকে ওঠার মত বিষয়।

এক দিনের ঘটনা।

রাত গভীর থেকে আরও গভীরের দিকে যাচ্ছে। চারপাশ নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও কোন পায়ের শব্দও শুনা যাচ্ছে না। সবাই ঘুমে অচেতন। খুজায়মাও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

www.pathagar.com

সেই ঘুমের মধ্যেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তিনি রাসূলের কাছে, খুব কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে চুমু খাচ্ছেন।

কি মহিমান্বিত এক স্বপ্ন!

কিন্তু এও কি সম্ভব? বাস্তবে?

আর ঘুমুতে পারলেন না খুজায়মা। অপেক্ষায় আছেন, কখন ভোর হবে!

একসময় শেষ হলো প্রতীক্ষার পালা।

শেষ হলো অস্থিরতার কাল।

তিনি ছুটলেন, ছুটলেন রাসূলের (সা) দরবারে। বললেন সবকথা। রাতের গভীরে, ঘুমের মধ্যে দেখা সেই স্বপ্নর কথা।

সবশুনে মুচকি হাসলেন রাসূল (সা)। তারপর সস্নেহে তাকালের খুজায়মার দিকে। বললেন, খুজায়মা! তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো, তা বাস্তবেও পরিণত করতে পার।

রাসূলের (সা) কথা শেষ না হতেই খাড়া হয়ে উঠলো খুজায়মার দেহের প্রতিটি পশম! আনন্দ এবং উত্তেজনায়। একি শুনছেন তিনি! এ যে কল্পনারও অতীত!

কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু আদৌ তা অবিশ্বাস্য নয়।

সত্যিই রাসূল (সা) খুজায়মার দিকে এগিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল। এবং খুজায়মা সেই সৌভাগ্যবান সোনার মানুষটি আর অপেক্ষা না করে লুফে নিলেন সুযোগটি। তিনি রাসূলের (সা) পবিত্র মুখে চুমো এঁকে দিয়ে আবারও উঠে এলেন সম্মান ও মর্যাদার এক সোনালী সূর্যের আলোকে।

ঈমানের দীপ্তিতে ভাস্বর ছিলেন খুজায়মা।

ভাস্বর ছিলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসায়।

রাসূলকে (সা) মেনে ছিলেন তিনি জীবন জাগার মহান সোপানে।

আর তিনি সর্বদা ভেসে চলেছেন এক অবাক করা আলোর ফুয়ারায়!

nnnnnn

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান। ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগষ্ট তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান- যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামে। পিতা- ডা. এম. এ. ওয়াজেদ খান এবং মাতা- বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।

তিনি মাসিক ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য পত্রিকা 'নতুন কলমের' সম্পাদক এবং বহুল প্রচারিত 'মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক।
তিনি বাংলা সাহিত্যকে আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মৌল চেতনার সাথে আধুনিকতাকে সম্পৃক্ত করে আধুনিক সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই অসামান্য বরেণ্য কবি শিশুসাহিত্যেও বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছেন।

আশা করি বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য সমান আনন্দদায়ক ও গ্রহণযোগ্য হবে।

–প্রকাশক

সমাহার

সমাহার পাবলিকেশন্স

ISBN 984-70005-0025-0